নূতন হাঁড়ি পাল্‌টায় না। অনেক উড়ো মন বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আর ডানা সঞ্চালনের প্রয়াস করে না। আমার কোনও কোনও ব্রহ্মচারীকে কিছু সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা দিয়া মোহন্ত-রূপে আশ্রম-বিশেষে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার অবিরাম স্থান হইতে স্থানান্তরে ছুটাছুটির অবসান করিবার কথা আমি প্রায়ই ভাবিয়া থাকি। দীক্ষাও কতকটা সেইরূপ। নিত্য নূতন প্রণালীতে নিত্য নূতন সাধন করিতে যাহাদের দুর্দ্দম উদ্দম, তাহারাও দীক্ষার দ্বারা একটী স্থানে, একটী তত্ত্বে, একটী পন্থায় নিষ্ঠা প্রাপ্ত হন। ইহাই দীক্ষা-প্রথার মূল শক্তি, জানিও। আমি তোমাদের কাহাকেও দীক্ষা দিয়া নিজ-গৃহীত পথে চলিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি চাহি না যে, তুমি আমারই পন্থায় দীক্ষা নেও এবং অপর কোনও পন্থার প্রতি তোমার রুচি বা অনুরাগ ধাবিত হইয়া থাকিলেও তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। তুমি নিজেরই রুচির অনুসরণ করিয়া সেই সাধন-পন্থা গ্রহণ কর, যাহা দ্বারা তোমার চরম কল্যাণ ও পরম কুশল হইবে বলিয়া তুমি বিশ্বাস করিতেছ। কিন্তু বাছা, দীক্ষা একবার নিয়া আর যাহাতে সেই মত ও সেই পথ পরিহার করিতে না হয়, তাহার জন্য তোমাকে পূর্ব্বাহ্নেই আত্মপ্রস্তুতি সাধিতে হইবে। নারীর যদি বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণের পরে পতিতে একনিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে অসতী আখ্যা পাইতে হয়। তুমিও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যদি দীক্ষা গ্রহণের পরে আবার নিত্য নূতন পথের খোঁজে এদিক্ সেদিক্ ঘুরাঘুরি কর, তাহা হইলে তাহা গুরুতর আধ্যাত্মিক দুর্নীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেই দুর্নীতির অপরিহার্য্য ফল হইতেছে আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয় ও দুর্গতি। সাংসারিক দুর্নীতি ও দুর্গতি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক দুর্নীতি ও দুর্গতির গুরুত্ব অধিক। এই কারণে জগতের সকল গুরুর শিষ্যদেরই প্রতি আমার প্রধান উপদেশ একনিষ্ঠার এবং এই কারণেই অপরের শিষ্যকে নিজ-শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা আমার চরিত্রে এক কণাও নাই।”

সাধন-ভজন ও অহমিকা

অপর এক ভক্তের নিকটে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“সাধন-ভজনে মন প্রাণ সমর্পণ কর। নতুবা অন্তরের অহমিকা মরিবে না। অহমিকার মৃত্যু না হইলে জীবনে অমৃতের আস্বাদন অসম্ভব। অহমিকাই সকল সর্ব্বনাশের মূল, সাধন-ভজনে একাগ্র হইয়া এই সর্ব্বনাশের মূলকে উৎখাত কর। অহমিকা যখন ভদ্রবেশ পরিধান করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, তখন কত রকমের যে আদর্শবাদের দোহাই চলিতে থাকে, বলিবার নহে। সেই সকল বুলি শুনিলে সাধারণ ব্যক্তির হতভম্ব হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু নিপুণ ব্যক্তি অহমিকার এই বিচিত্র খেলা বুঝিতে পারেন। নিপুণ

হইতে হইলে সাধন কর। জীবনের পরমায়ু বৃথা অপচয়িত হইতে দিও না।"

নারীর দেবীত্বে বিশ্বাস

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পুরুষ জাতির বাঁচিবার পন্থা হইতেছে, নারীকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করা। নারীর দেবীত্ব-বিকাশে সহায়তা করাই তাহার ধর্ম্ম। নারীকে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিবার জন্য আত্মবিলোপই পুরুষের পুরুষত্ব। এই মহাসত্যকে অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিতে প্রয়াসী হও। তোমার সর্ব্বতোমুখ কুশল ইহার ভিতরেই রহিয়াছে।"

লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী)

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

দ্বিপ্রহরের পরে খিলপাড়া হইতে একখানা ট্যাক্সি যোগে রওনা হইয়া শ্রীশ্রীবাবামণি সন্ধ্যা-সমাগমের কিছু পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উকিল মহাশয়ের ভবনে উপনীত হইলেন। পথিমধ্যে এক স্থানে মটর-কারের কল বিগড়াইয়া প্রায় তিন ঘণ্টার মত আটক থাকিতে হইয়াছিল। মটরখানাকে কতক পথ মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে।

মিথ্যা হইতে পরিত্রাণের উপায়

রাত্রিতে সুরেশ বাবুর গৃহে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শুভাগমন করিলেন এবং নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন,—মিথ্যার হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—সত্য-স্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রীচরণে ঐকান্তিকতা সহকারে আশ্রয় লওয়া। সত্য কি এবং মিথ্যা কি, তা' বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা অনেক সময়েই আমাদের পক্ষে অসাধ্য। আজ যাকে সত্য ব'লে মনে কচ্ছি, কালই হয়ত প্রতিপন্ন হবে যে, সেটা সত্য নয়, সর্ব্বৈব মিথ্যা। আজ যাকে মিথ্যা ব'লে বর্জ্জন কচ্ছি, কাল হয়ত বুঝতে পারব যে, সেটাই প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য। এইরূপ বিচার-বিভ্রম অবিরাম আমাদের হয়। তাই নিজ বিচার-বুদ্ধির উপরে নির্ভর না ক'রে ভগবানের অভিপ্রায়ের উপরে নির্ভর করা ভাল। তাঁতে সম্যক্ আত্ম-সমর্পণ ক'রে নিজেকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিলে তিনি নিজের গরজে আমার নিকটে সর্ব্বদা সত্যপথ উন্মুক্ত ক'রে দেবেন।

আত্ম-সমর্পণের উপায়

অপর একজন প্রশ্ন করিলেন,—আত্ম-সমর্পণ কি ভাবে আসে?

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—তাঁর নাম অবিরাম স্মরণ কত্তে কত্তে আত্ম-সমর্পণ আসে। একদিন দুদিনে আসে না, দীর্ঘ দিনে আসে এবং প্রাণপণে নামে লেগে থাকতে হয়।

লক্ষ্মীপুর (নোয়াখালী)

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

বার-লাইব্রেরীর যুদ্ধক্ষেত্র

এখানকার একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ উকিল (শ্রীযুক্ত....... মুখোপাধ্যায়) শ্রীশ্রীবাবামণির সহিত ধর্ম্মালাপ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, শ্রীশ্রীবাবামণিকে একবার বার-লাইব্রেরীতে নিয়া যান।

শ্রীশ্রীবাবামণি আনন্দ সহকারে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বার-লাইব্রেরীতে গিয়া দেখিলেন, উহা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। একজন শাস্ত্রজ্ঞ বৈদান্তিক-ভাবাপন্ন পণ্ডিত উকিল একটার পর একটা করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন আর শ্রীশ্রীবাবামণিকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাধান করিতে হইতেছে। প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসুর প্রশ্ন নহে, নির্দ্দিষ্ট একটী কথা সাক্ষীর মুখ দিয়া বাহির করিবার জন্য উকিল যেই শ্রেণীর প্রশ্ন করেন, ইহা সেই প্রকারের প্রশ্ন বা জেরা। শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—আমার জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য পরীক্ষার জন্য যদি প্রশ্ন ক'রে থাকেন, তবে আমি দু-মিনিটেই ফেল্ মারব।

প্রশ্নকর্ত্তার উদ্দেশ্য এই প্রতীয়মান হইতে লাগিল যে,

শ্রীশ্রীবাবামণির মুখ হইতে তিনি বাহির করাইয়া লইবেন যে; উপাসনার আবশ্যকতাই নাই, যদি আবশ্যকতা কিছু থাকেও, তবে প্রতীকোপাসনা একেবারেই বৃথা, সদাচার কদাচারের পার্থক্য বিধান নিষ্প্রয়োজনীয় এবং নিরাকার ঈশ্বরোপাসকেরা ব্যতীত অপর সকলেই ভ্রান্ত।

শ্রীশ্রীবাবামণি প্রশ্নকর্ত্তার একটী কথারও খণ্ডন না করিয়া তাঁহার প্রত্যেকটী কথা মানিয়া লইয়া এমন ভাবে জবাব দিতে লাগিলেন যে, কিছুকাল পরে প্রশ্নকর্ত্তা একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তিনি প্রশ্ন করিতে বিরত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি সম্মান-সম্ভাষণ করিয়া বার-লাইব্রেরী গৃহ ত্যাগ করিলেন।

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি কতকগুলি পত্রের উত্তর দিলেন।

সদ্গুরুর আত্মবিলোপ

জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আমি আমার পুত্র-কন্যাগণকে গুরুভক্তির অনুশীলনের শিক্ষা কখনও দেই নাই, দিবও না। কেন না, নিজে আমি গুরু হইয়া যদি তোমাদিগকে গুরুভক্তির শিক্ষা প্রদান করি, তাহা হইলে সেই ভক্তি আমার আত্ম-পূজার রূপ ধারণ করিবে। সেবা করিয়া সেই সেবার বিনিময় গ্রহণ করার দৈন্য আমি আমার ভিতরে সর্ব্বদা অসহ্য বলিয়া অনুভব

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিতেছি। নিজেকে গুরুরূপে প্রকাশিত না করিয়া বৈদিক ঋষির ধ্বান্ত-বিনাশী সনাতন তত্ত্বের পরিবেশন কোনও প্রকারেও যদি সম্ভব মনে করিতাম, তবে আমি নিশ্চিতই নিজেকে একেবারে অন্ধকারের অন্তরালে সযত্নে লুকায়িত রাখিয়া সে কাজ করিতাম। কিন্তু দেখিয়াছি, তাহা সম্ভব নহে। একমাত্র এই কারণেই আমাকে লোক গুরু, দীক্ষাদাতা আচার্য্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হইয়াছে। সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতার তাগিদে নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠালুব্ধতার তাগিদে নয়, সাহিত্যিক-বিলাসের স্রোতে ভাসিয়া নয়, প্রাণ জাগাইবার জন্য প্রাণ দিবার তাগিদেই আমি তোমাদের গুরু হইয়াছি। তাই আমার আত্মপ্রকাশ করিবার পরেও আত্ম-বিলোপের এই অহরহ চেষ্টা।

গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্রের অভিন্নত্ব

"কিন্তু সাধকেরা সাধন করিতে বসিয়া দেখিয়াছেন যে, গুরু, ইষ্ট এবং মন্ত্র এক ও অভিন্ন, এই তিন বস্তুতে পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলা কঠিন অথবা অসম্ভব। 'কঠিন' মানে অতিশয় শক্ত-মস্তিষ্ক-সম্পন্ন কেহ কেহ কোনও প্রকারে পারেন, 'অসম্ভব' মানে সাধারণ মানব কেহই পারে না। গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্রের একত্ব-প্রচার চতুর গুরুদেবদের আত্মপ্রতিষ্ঠালাভাশা-প্রযুক্ত কপট প্রয়াস নহে, কথাটা গুরুদেবদের মস্তিষ্ক হইতে আগে বাহির হয় নাই, পরন্তু

ইহার উৎপত্তি একান্ত অনন্যচিত্ত ভক্ত-সাধকের অভিনিবিষ্ট সাধনার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ-লব্ধ অকাট্য অনুভূতিতে। যুক্তি দিয়া তাঁহারা ইহা বুঝেন নাই, বুঝিয়াছেন সাধনার দ্বারা। যুক্তিতে ফাঁক থাকে, অকাট্য যুক্তিতেও সন্দেহের অবকাশ থাকে, সাধন-লব্ধ প্রজ্ঞায় সেই অবকাশ নাই। যুক্তি চন্দ্রালোকবৎ কতকগুলি প্রত্যক্ষের উপরে নির্ভরশীল, কিন্তু এই আলোর সাথে অন্ধকারের মিশামিশি আছে। উপলব্ধি সূর্য্যালোকবৎ স্বতঃপ্রকাশ, নিজের উপরে নিজে নির্ভরশীল, নিত্য নূতন যুক্তির আমদানীতেও টলে না, নিত্য নূতন তথ্যের সমাবেশেও নড়ে না, অন্ধকারের সহিত আপোষ নাই। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কখনও এই তত্ত্বের উপদেশ দিতে চাহি না। অপরেরা যদি সাধনার বলে এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, এক সময়ে তুমিও করিবেই। আমি তোমাদিগকে একমাত্র নামেই সমগ্র নিষ্ঠা নিয়োগ করিতে নির্দ্দেশ দিতেছি,—আমাকে আপাততঃ ভুলিয়া থাকিয়া হইলেও নামেই চিরজাগ্রত থাক।

নাম-বিতরণ ও গুরুবোধ

'নামাশ্রয়ের অপার মহিমাতেই আমি তোমাদের গুরু হইয়াছি। নামাশ্রয়ের অপার মহিমাতে তোমরা জগতের গুরু হও। কিন্তু গুরু হইয়াও অন্তর হইতে গুরু-বোধকে দূরে রাখ। শিষ্যদের কাছে নিজেদের প্রাপ্য কিছু আছে বলিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অন্তরে ধারণ করিও না। দিবার জন্যই আসিয়াছ, নিতে আস নাই। দিতেই পারিবে, নিতে কিছু পারিবেও না। যে প্রতিনিধি-রূপে কাজ করে, তাহার শক্তি অসীম। যে অহমিকা রাখিয়া কাজ করিবে, সে অচিরে তুবড়ী বাজির মত ক্ষণিকের খেলা খেলিয়া নিবিয়া যাইবে। সমগ্র জগৎকে নামাশ্রয়ী করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ নাম-বিতরণকারীর আবির্ভাব প্রয়োজন, কিন্তু কেহই তোমরা গুরু হইয়া ধর্ম্ম-প্লাবনের স্রোতকে মধ্যপথে থামাইয়া দিও না। শত সহস্র বা লক্ষ লক্ষ আত্মবিলোপকারী দীক্ষাদাতাদের সকল তপস্যার জ্যোতি আসিয়া একটী মাত্র স্থানে নিষ্ঠার দৃঢ়তা লইয়া সংস্থিত হউক,—পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়-যোজনা হইবে।"

নামে মজ নামে ডোব

অপর এক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"হাজার কথার এক কথা এই জানিও যে, ধুমসে নামে মজিতে হইবে, নামকেই একমাত্র শরণ, একমাত্র আশ্রয় করিতে হইবে, নামের কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে হইবে। যত বিষয়ে যত সদুপায় জগতে আবিষ্কৃত হইয়া থাকুক, অফুরন্ত উদ্যমে নামে ডুবিয়া যাওয়ার মত সদুপায় আর কিছুই নাই। নামে মজ। নামের ভিতরে ডোব।"

জীবন অনিত্য কিন্তু তুচ্ছ নয়

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলে জীবন-গঠন সম্পর্কে একটী বক্তৃতা প্রদান করিলেন। উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জীবন যে অনিত্য, এই কথাটি সব সময়ে মনে রাখ্‌বে। কিন্তু এই কথাও মনে রাখ্‌তে হবে যে, এই অনিত্য জীবনকে এমন কাজে লাগাতে হবে, যেন নিত্য সুখের, নিত্য আনন্দের, নিত্য পরিতৃপ্তির সাক্ষাৎকার পাওয়া যায়। নৌকায় চড়ে মানুষ নদীর এক পার থেকে অপর পারে যাবার জন্য। জীবনকে নৌকার মত জ্ঞান করবে। অন্ধকারময় অজ্ঞানতা থেকে এই জীবনটুকুর সহায়তায় জ্যোতির্ম্ময় পরম জ্ঞানে পৌঁছুতে হবে। বিদ্বেষময় অপ্রেম থেকে এই জীবনটুকুর সহায়তায় মৈত্রী, করুণা ও মুদিতায় পরিপূর্ণ প্রেমের রাজ্যে পৌঁছুতে হবে। অসত্যময় দুঃখজাল থেকে মুক্তি পেয়ে এই স্বল্পকাল-পরিমিত এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনটুকুর সহায়তায়ই সত্যময় সুখ-লোকে পৌঁছুতে হবে। জীবন অনিত্য কিন্তু তুচ্ছ নয়। অনিত্য ব'লেই এর উপরে ভরসা রাখা চলে না কিন্তু অনিত্য হ'লেও এর সদ্ব্যবহারের ফল সীমাহীন। জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে যে কাজে আনে, সে অনিত্য জীবন দিয়েই নিত্যানন্দের অধিকারী হয়। জীবনের একটী দিন বা একটী ক্ষণকেও বৃথা চলে যেতে দিও না। প্রত্যেকটী দিনকে প্রত্যেকটী ক্ষণকে ঈশ্বরারাধনার মধ্য দিয়ে সার্থক কত্তে চেষ্টা কর।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জগতে বহুবিধ সৎকাজ আছে। কিন্তু ভগবানকে প্রেম অর্পণ করার চাইতে বড় সৎকাজ আর কিছু নেই। শতবিধ সৎকাজের তোমরা অনুশীলন ক'রো, কিন্তু ভগবানকে প্রেমার্পণরূপ শ্রেষ্ঠ সৎকাজটীর অধীন রেখে সে সব করবে। জীবসেবা, স্বদেশ সেবা, নারী-রক্ষা, শিক্ষা-প্রচার, ব্যায়াম-প্রচার, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা প্রভৃতি যত সৎকাজ যে পার, কর। কিন্তু সব সৎকাজকেই ঈশ্বরে প্রেমার্পণরূপ সেরা সৎকাজটীর অনুগত রেখে কর। জীবনকে এই ভাবে সদ্ব্যবহারে আন, জীবনকে এই ভাবে কাজে লাগাও। জীবন অনিত্য একথা সত্য, আজ আছে এবং কালই হয়ত থাকবে না, কিন্তু তাকে বহুবিধ সৎকাজের ভিতর দিয়ে সফল কর এবং সকল সৎকাজকে ভগবৎ-প্রেমরূপ প্রধান সৎকাজটীর অনুকূল ও অনুপন্থী ক'রে অনুষ্ঠান কর।

কোটি গুণ সাহায্য

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—একজন রুগ্নকে ঔষধ ও সেবা-শুশ্রূষা দিয়ে তার রোগনিরাময় কর্লে যতখানি তার উপকার করা হয়, তাকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ভগবৎপ্রেমিক, ইষ্টনির্ভর

হবার সাহায্য কর্লে তার চেয়ে বেশী সেবা হয়। স্বদেশবাসীকে অশিক্ষা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অধীনতা প্রভৃতি হ'তে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য কর্লে যে উপকার হয়, তাকে যদি সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হ'তেও সাহায্য কর, তবে তার কোটি গুণ বেশী উপকার করা হয়। বিদ্যা দিয়ে, বল দিয়ে, অর্থ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যাকে যত প্রকারেই সাহায্য কর, তার লক্ষ-কোটি-গুণ সাহায্য তুমি কর্‌বে, যদি তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভগবদ্বিশ্বাসের পথে পরিচালিত কত্তে পার।

অবিশ্বাসীর সঙ্গ-বর্জ্জন

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কিন্তু অপরকে ভগবদ্-বিশ্বাসী কত্তে হ'লে নিজেরও ভগবদ্-বিশ্বাসী হ'তে হয়। যে নিজে অবিশ্বাসী, সে অপরের অন্তরে বিশ্বাস সঞ্চারিত কত্তে পারে না। কিন্তু তুমি নিজে যে ভগবদ্-বিশ্বাসী হবে, তার জন্য তোমাকে কিছু কাঠ-খড় পুড়াতে হবে। অবিশ্বাসীর সঙ্গ তোমাকে বর্জ্জন কত্তে হবে। জগতে নিজের ক্ষতিজনক যত প্রকার কাজ আছে, তার মধ্যে অবিশ্বাসীর সঙ্গ করা, অবিশ্বাসীর সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করা, অবিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিজের সাথে বারংবার মিশ্‌বার সুযোগ দেওয়া বোধ হয় সব চেয়ে মারাত্মক। যাকে জেনেছ ভগবানে অবিশ্বাসী ব'লে, ইষ্টে অবিশ্বাসী ব'লে, বিষধর ভুজঙ্গ জ্ঞানে তার সংসর্গ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বর্জ্জন কর। তার সঙ্গে বাক্যালাপে আয়ুঃক্ষয় হয়, তার সঙ্গে পত্রালাপে পাপ-সঞ্চয় হয়। তার মূর্ত্তি দেখ্‌লে বা ছবি দেখ্‌লেও অন্তরে মালিন্য আসে। তাকে এইরূপ বিপজ্জনক জ্ঞান ক'রে তার সংসর্গ থেকে, তার প্রভাবের আওতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চল্‌বে। তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের প্রয়োজন নাই, কিন্তু তার সর্ব্বপ্রকার সংসর্গ পরিহার কর্ব্বে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু পরিবারে দেখ্‌বে, কোনো কুলবধূ বাজারের গণিকার সাথে কথা বলে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তি সতী নারীর ন্যায় অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের সঙ্গে বাক্যালাপও অনভিপ্রেত জ্ঞান করেন। অবশ্য, তুমি বল্‌তে পার যে, তোমার মনের নিষ্ঠা, মনের বিশ্বাস মনেই ত' সঙ্গোপনে রক্ষিত আছে, বিরুদ্ধ-পন্থীর সঙ্গে বাক্যালাপে আর কি ক্ষতি হবে? অনেকেই এইরূপ ভেবে থাকে এবং পরে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। সাধন-পথে যারা চলে, বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস তাদের হাজার বছরের সাধন-ফল নষ্ট ক'রে দেয়। এই কথার ভিতরে অতিশয়োক্তি নেই, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। শেষে তাদের আবার ফিরে গোড়া থেকে সাধন সুরু কত্তে হয়।

দিব্য অবিশ্বাস

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—অবশ্য, সাধক-জীবনে তীব্র অবিশ্বাসেরও শত শত দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু সেই অবিশ্বাস

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হচ্ছে পূর্ব্বের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর ক'রে দেবার জন্য। এই অবিশ্বাস অবিশ্বাসীদের সঙ্গের ফলে জন্মে না। এই অবিশ্বাসের জন্মভূমি হচ্ছে সাধন কত্তে কত্তে নানা দিব্য অনুভূতির সাক্ষাৎকার। সেই অবিশ্বাস দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অনেক সাধকের জীবনে আমরা দিব্য অনুভূতি-সমূহ লাভের ফল-স্বরূপে জাত এই অবিশ্বাসকে দেখেছি। কিন্তু তা' দুদিনেই লয় পেয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বর-দর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল অসহিষ্ণুতারই রূপান্তর মাত্র। অনেক ক্ষেত্রে এই অবিশ্বাস প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্য নূতন লব্ধ অনুভূতির ভিতরে সামঞ্জস্য স্থাপনের অক্ষমতারই রূপান্তর মাত্র। এই কারণেই এই অবিশ্বাস স্থায়ী হয় না। বিশ্বাসকে পূর্ণরূপে সংস্থাপিত করার জন্য ঈশ্বরাভিপ্রায়েই যে দিব্য অবিশ্বাসের উন্মেষ হয়, আমি তার কথা তোমাদের বল্‌ছি না। বিশ্বাসের কোনও ভিত্তিভূমি রচিত হওয়ার পূর্ব্বেই যে অবিশ্বাস, তা' বড়ই বিপজ্জনক। সেইরূপ অবিশ্বাস যাদের অন্তরে রয়েছে, তাদের সঙ্গ বর্জ্জন কর্ব্বে।

অতঃপর ছাত্রদিগকে কতিপয় যৌগিক আসন-মুদ্রা শিক্ষাদানের পরে সভাভঙ্গ হয়।

ভাবের পাগল

এখানে একজন সন্ন্যাসী আদালত-কাছারীর প্রাঙ্গণে

দাঁড়াইয়া প্রত্যহ দুপুর বেলা দুই তিন ঘন্টা কাল বক্তৃতা দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীর দেহ সুগঠিত, কণ্ঠ জোরালো এবং ভাষা তেজস্বিনী। তাঁহার বক্তব্য-বিষয় হইতেছে,—"মামলা-মোকদ্দমা ত্যাগ কর, ঝগড়া-কলহ বর্জ্জন কর, হিন্দু মুসলমানে ভেদাভেদ ভুলিয়া যাও, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই না হইয়া গলাগলি কোলাকুলি করিয়া চল, ভেদ-বিদ্বেষের মূল যে অহমিকা, তাহাকে দূর কর, সকল জাতি সকল বর্ণ একই ভগবানের সন্তান বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখ।"

স্থানীয় লোকের মত এই যে, এই সন্ন্যাসী একজন পাগল। ইতঃপূর্ব্বে বিচারকেরা দুই একদিন সন্ন্যাসীকে ধরিয়া নিয়া শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাসী কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি একাদিক্রমে দিনের পর দিন একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া যাইতেছেন। বিচার-কালে বিচারকদের সরকারী কর্ত্তব্য নিবিষ্টচিত্তে করিতে বিঘ্ন হয়, উকিল-বাবুদের জেরা বা সওয়াল করিবার কালে অসুবিধা হয় কিন্তু চেষ্টা করিয়াও যাহাকে থামান যাইবে না, তাহার অত্যাচার মানিয়া নেওয়া ছাড়া কি আর গত্যন্তর আছে?

শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গে দুই জন ব্রহ্মচারী রহিয়াছেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচ্ছা বাবা লোকটা সত্যই কি পাগল?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, ভাবের পাগল। আমাদের সকলেরই ভাবের পাগল হওয়া প্রয়োজন। তাহ'লেই আমাদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দ্বারা কাজ হবে। ভাবের পাগলের কখনো মত-পরিবর্ত্তন হয় না। মিষ্টি কথায় তাকে ভুলান যাবে না, উৎপীড়নে তাকে বশীভূত করা যাবে না। দৃষ্টান্ত হচ্ছেন প্রহ্লাদ। হাতীর পায়ের তলে ফেল, আর সমুদ্র-জলে নিক্ষেপ কর, হরিনাম ছাড়ব না। দৃষ্টান্ত হচ্ছেন কচ। যত বারই হত্যা কর, মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা না শিখে আর দেশে যাব না। কবে যে আমরা এমন ক'রে ভাবের পাগল হব রে!

কৃষ্ণরামপুর * (নোয়াখালী)

২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

বেলা আড়াই ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি মটর যোগে কৃষ্ণরামপুর আসিয়া পৌছিলেন।

কৃষ্ণরামপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিকের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা হরকুমারী দেবীর মুখ দিয়া প্রচুর রক্ত যাইত। বহু চিকিৎসাতেও কোনও ফল না পাইয়া তিনি যখন হতাশ হইয়াছেন, তখন মাধবসিংহ-নিবাসী জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে শুনিতে পান যে, শ্রীশ্রীবাবামণির কাছে এই রোগের নাকি আশ্চর্য্য ঔষধ আছে। চিঠিপত্রের আদান-

* এই তারিখ হইতে কয়েক দিনের বিষয়-বস্তু আমরা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র কুমার মজুমদারের রক্ষিত বিবরণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু সঠিক তারিখ-সঙ্গতি করা যায় নাই।

প্রদানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীযুক্ত ভৌমিককে জানান যে, কিছুকাল পরে তিনি লক্ষ্মীপুর আসিলে সেই সময়ে কৃষ্ণরামপুর আগমনের সুযোগ গ্রহণ করিবেন। অদ্য সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই শ্রীশ্রীবাবামণি কৃষ্ণরামপুর পৌঁছিয়াছেন।

ব্রহ্মোপলব্ধির প্রেরণা

আগমনের কিছু পরেই একটী সভার কাজ আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত ভৌমিক চতুর্দ্দিকে খবরাখবর দিয়া বহু সজ্জনের সমাবেশ ঘটাইয়াছিলেন। সকলেই পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। বক্তৃতা খুবই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ব্রহ্মোপলব্ধির সাত্ত্বিকী প্রেরণা অজ্ঞ, মূর্খ, অধমকেও যেন বিদ্যুদুজ্জ্বল ক'রে তোলে। আমি ভগবানকে দেখব, আমি ভগবান্‌কে পাব, আমি ভগবানের আদেশ নিজ কর্ণে শ্রবণ ক'রে তাঁর অভিপ্রায় পূরণের মধ্য দিয়ে নিজের জন্মকর্ম্ম সার্থক কর্ব্ব, আমার সহস্র বিষয়-চপলতা আর লক্ষ কোটি আমিত্বের সংস্কার সেই অপার জলধির অসীম প্রেমের বক্ষোগহ্বরে ডুবিয়ে দিয়ে নিষ্কাম, নির্ম্মল, নির্ম্মম হব,—এই যে প্রেরণা, তা' একবার অন্তরে জাগ্‌লে শত জন্মের পাপ, তাপ, অপরাধ, অন্যায়, অসুন্দর আচরণের অকৃতিত্ব এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ হ'য়ে যায়, নূতন জন্ম

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ফিরে আসে। ভগবানকে পাওয়ার ব্যাকুলতাই তাঁকে পাওয়ার অর্দ্ধেক। তাঁর জন্য পাগল হওয়ার প্রেরণাই তাঁকে লাভ করার যোগ্যতা এনে দেয়। এই প্রেরণা সুদূর অতীত যুগ থেকে সুরু ক'রে আজ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে শত শত ধন্য মানবের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে এবং হ'য়ে আস্‌ছে, আর চিরকালের সত্যের প্রদীপকে ঘৃত-সংযোগে দীপ্তিমান্ ক'রে রাখ্‌ছে। এস আমরা সেই নিত্যানন্দময় পরম প্রভুর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে জন্ম-জীবন সার্থক কত্তে প্রযত্নপর হই। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, যাঁরা তাঁর বাণী শুনেছেন, যাঁরা তাঁর আদেশকে জীবনে জয়যুক্ত হ'তে দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত পৃথক্ সত্তার কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন এবং সমুদ্রের বুকে নদীকে আত্ম-নিমজ্জিত করিয়ে দিয়ে নিজেরা সমুদ্রেই পরিণত হয়েছেন,—এস তাঁ'দিগকে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ ব'লে গ্রহণ করি।

প্রেরণাবন্তের আচরণ

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই প্রেরণা অতীব আশ্চর্য্য, অতীব অদ্ভুত। যাঁর জীবনে এ প্রেরণা আসে, তাঁর চলন, বলন, আচার, ব্যবহার, হাসি, কান্না, আকর্ষণ, বিকর্ষণ সব-কিছু এক আশ্চর্য্য ঢং পায়, অদ্ভুত বৈচিত্র্য নেয়। সাধারণ

মানুষ তার চিরপ্রচলিত বিচারপদ্ধতির অনুসরণ ক'রে এই বৈচিত্র্যের কোনও থৈ পায় না। অথৈ জলে যেন রাজহংসের নিরঙ্কুশ খেলা, কখনো ভাসে, কখনো ডোবে, কখনো স্রোতের বেগে নীয়মান হয়, কখনো স্রোতের বিপরীত উজান ঠেলে, কিন্তু সর্ব্বদা এবং সর্ব্বাবস্থায় সে একমাত্র ব্রহ্ম-বারিধিরই বক্ষো-বিহারী,—মন তার নিমেষের জন্যও বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট হয় না, বাহু তার যে-বিষয়েই বল-সংযোগ করুক, চরণ তার যে-বিষয়েই বিচরণ করুক। এই যে নির্লিপ্ত জীবন, তাই রূপবন্ত হ'য়ে ফুটে উঠেছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিদের জীবনে।

বক্তৃতা প্রায় আড়াই ঘন্টা হইল। কিন্তু সভাভঙ্গের পরেও জনতা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন না। অন্যান্য সকল স্থান হইতে এখানে যেন একটু নূতন জিনিষ লক্ষ্য করা গেল। প্রসন্ন ভৌমিক, গিরীন্দ্র মজুমদার, মনোমোহন দাসগুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র নাথ, হরিমোহন নন্দী প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলকে লইয়া পুনরালোচনায় বসিলেন যে, কে কি শুনিলেন, কে কি বুঝিলেন। শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক বলিতে লাগিলেন,—ইনি ত' দেহ-রোগ বিনাশের সামান্য বৈদ্য নন, ইনি ভবতারণ বৈদ্য।

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সেই রাত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। শ্রীযুক্ত ভৌমিকের প্রাণের ঐকান্তিকী ভক্তির বলে এই দিন এইখানে কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। কিন্তু আমরা সেই বিষয়ে এখানে কিছুই উল্লেখ করিব না।

রামবল্লভপুর (নোয়াখালী)
২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

রামবল্লভপুরের বক্তৃতা

অদ্য শ্রীশ্রীবাবামণি রামবল্লভপুরে মজুমদার-ভবনে আসিয়াছেন। অপরাহ্ণে স্থানীয় মাইনার-স্কুলে একটী সভা হইল। প্রথমে স্কুল-গৃহের ব্যবধানের বেড়া ছদ্মজকন্দক্ষগুলি তুলিয়া ফেলিয়া সেখানেই সভার কার্য্যারম্ভ হইল। কিন্তু অর্দ্ধ ঘন্টা মধ্যেই সৎকথা-শ্রবণেচ্ছু শ্রোতাদের সংখ্যা এমন অসম্ভব বাড়িয়া গেল যে, শ্রীশ্রীবাবামণি মধ্যস্থলে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া সকলকে বাহিরের খোলা মাঠে নামিতে অনুরোধ করিলেন। সেই বিস্তীর্ণ মাঠও দেখিতে না দেখিতে এক বিরাট জনতায় আচ্ছন্ন হইল।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—মূক, মূর্খ, অজ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞানের মহাবলে বলীয়ান্ ক'রে তুলতে হবে। ছোট-বড়'র বিচার জগৎ থেকে উঠে যাক্, সবাইকে এক পরমেশ্বরের

আত্মজ জ্ঞান ক'রে একে অন্যের সাথে তার শাশ্বত আত্মীয়তা স্বীকার করুক। পাপের জ্বালা, চেষ্টার ব্যর্থতা, পরাজয়ের গ্লানি, ভিক্ষার দৈন্য প্রত্যেকের জীবন থেকে নির্ব্বাসিত হোক্। একমাত্র প্রেমঘন পরমেশ্বরের চরণপানে তাকিয়ে প্রত্যেকে জীবনের পথ চল্‌তে সমর্থ হোক্। এই সামর্থ্যকে প্রত্যেকের জীবনে জাগিয়ে তোলার ব্রত আমাদের গ্রহণ কত্তে হবে।

বক্তৃতাকালে শ্রীশ্রীবাবামণি বহু পৌরাণিক এবং ঔপনিষদিক কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। দুই ঘন্টা বক্তৃতার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি আসন-পরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইলে জনতার মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—"আমরা যুবকদের পক্ষ থেকে আবদার করিতেছি যে, আমাদের আরও কিছু শুনান হউক।"

পুনরায় শ্রীশ্রীবাবামণি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। যথোপযুক্তকাল বক্তৃতার পরে উপবেশনোদ্যত হইলে শ্রোতাদের মধ্য হইতে পুনরায় অনুরূপ অনুরোধ হইল। শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় কয়েক মিনিট বলিয়া সভাভঙ্গ করিলেন।

এদিকে রাত্রি হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণরামপুর ফিরিতে অনেকটা পথ পদব্রজে আসিতে হইবে।

চৌমুহনী (নোয়াখালী)
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

প্রাণের টান

রাত্রি দুই ঘন্টা থাকিতে শ্রীশ্রীবাবামণি কৃষ্ণরামপুর হইতে পদব্রজে মাইজদি চলিয়াছেন। পথিমধ্যে রাজগঞ্জ বাজারের ডাকঘরের দুয়ারে ধাক্কা দিতে দিতে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিতে লাগিলেন,—গৃহস্থ জাগো।

ঘরে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কাকে চান?

কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণি যাহাকে চাহেন, সেই নূতন ভক্তটী আজ এখানে নিজ ঔষধালয়ে না ঘুমাইয়া কৃষ্ণরামপুর গ্রামেই নিজের ঘরে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনিও ঠিক একই সময়ে প্রসন্ন ভৌমিকের বাড়ী আসিয়া খুঁজিতেছিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি কোথায়। ভৌমিক-বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণিকে না পাইয়া ভক্ত রাজগঞ্জে আসিলেন এবং আসিয়াই শুনিলেন যে, শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে কিয়ৎকাল আগে খুঁজিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু তখন আর ছয় মাইল পথ গিয়া মাইজদিতে ট্রেন পাইবার সম্ভাবনা নাই।

ভক্তের আর প্রাণে মানিল না। একজন সঙ্গী লইয়া সাইকেলে তিনি আসিয়া চৌমুহনীতে পৌছিলেন এবং

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীশ্রীবাবামণির পাদপদ্ম দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

তোরা আমার আপন যদি

শ্রীশ্রীবাবামণি সমস্ত বিবরণ শুনিয়া স্মিতহাস্য করতঃ গুঞ্জন করিয়া গাহিলেন,—

তোরা আমার আপন যদি
থাক্‌বি দূরে কেমন ক'রে?
তোদের আমার পাওনা-দেনা,
জানিস্ কত জনম ধ'রে?
পেয়েও তোদের হয় না পাওয়া
দিয়েও তোদের হয় না দেওয়া,
না দিয়ে সব দিয়ে ফেলিস্,
না পেয়ে পাস্,—বিচিত্র রে!
নিত্য-মধুর প্রেমের খেলা
সাজ্‌ল কেমন সুখের মেলা,
দেওয়া-নেওয়ার ঊর্দ্ধ দেশে
দেওয়া-নেওয়া হৃদয় ভ'রে।

নিজের কাছে নিজেই আমি

ভক্ত শ্রীশ্রীবাবামণির পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি পুনরায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিজের কাছে নিজেই আমি
দিলাম ধরা প্রাণের দায়ে,
শীতল হ'ল পরাণ আমার
শরণ পেয়ে নিজের পায়ে।
আপন চরণ আপনি পূজি,
আপন হৃদয় আপনি খুঁজি,
এক জনারে দুই সাজিয়ে
প্রেমের খেলা মলয়-বায়ে,
প্রেম-বিরহের চল্‌ছে লীলা
নিজের সৃষ্ট অন্তরায়ে।।
খেয়া নৌকার এ আম্‌দানী
কেবল বাইরে জানাজানি,
এ-পার ও-পার উঠ্‌ল ফুটে
চপল নদীর স্রোত বহায়ে;
একই ছিলাম, দুই হ'য়ে তুই
উঠ্‌লি আমার নামের নায়ে।।

আমার নামের নায়ে

ভক্ত বলিলেন,—কাল আপনার নিকট দীক্ষার জন্য কত মাথা-কপাল কুট্‌লাম। কিন্তু আপনি দীক্ষা দিলেন না। বল্‌লেন,—আপনার সঙ্গের ঐ অজাতশ্মশ্রু বালক-ব্রহ্মচারীর

নিকটে দীক্ষা নিতে। অথচ আজ বল্‌ছেন,—"উঠ্‌লি আমার নামের নায়ে।"

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—যে আমাগত-প্রাণ, যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে জানে না, নিজের ব্যক্তিত্ব যে আমার জন্য বিসর্জ্জন দিয়েছে, তার কাছ থেকে নাম নিলে আমার কাছ থেকেই নেওয়া হ'ল।

ভক্ত জিজ্ঞাসিলেন,—আপনার সঙ্গের ব্রহ্মচারী কি এই গুণসম্পন্ন?

শ্রীশ্রীবাবামণি এ কথার কোনও জবাব দিলেন না। কিন্তু বলিলেন,—বেশ, আমিই তোকে দীক্ষা দিব।

ভক্ত বলিলেন,—আমার স্ত্রী?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, তাকেও দীক্ষা দিব।

ভক্ত বলিলেন,—আমার একজন বন্ধু?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—হাঁ, তাকেও দিব। আজ তুই পৃথিবীর যে কারো নাম কর্ব্বি, তারই জন্য খোলা ভাটি!

গুরু কৃপায় বিশ্বাস কর

দ্বিপ্রহরে বাবুপুর-জিরতলী গ্রাম হইতে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ভট্টের নেতৃত্বে বহু ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদর্শনে আসিয়াছেন। কৃষ্ণরামপুর ও রামবল্লভপুরের বক্তৃতার সুখ্যাতি যেন দাবানলের মত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ভট্ট মহাশয় মহাপুরুষ ভোলাগিরির শিষ্য। তিনি বহু প্রকারে মিনতি করিয়া নানা বিষয়ে উপদেশ চাহিতে লাগিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—উপদেশ দশ জায়গাতে নয়। একটী স্থানে যা' পেয়েছ, সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহার ক'রে তাতেই লেগে থাকো। এই যে নিষ্ঠা, তাই তোমার সকল কল্যাণের মূলস্বরূপ হবে। গুরু যে মহামন্ত্র দিয়েছেন, নির্ব্বিচারে তাতে লগ্ন হ'তে হবে। মনে সংশয় এলে শাণিত কৃপাণে তাকে তৎক্ষণাৎ ধ্বংস কর্ত্তে হবে। নিঃসংশয় হ'য়ে পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে, আমৃত্যু গুরুবাক্য অনুসরণ কর্ব্বে, এই সংকল্প নিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে যাও। ডাইনে বাঁয়ে তাকাবে না, তাকাবে শুধু সম্মুখে। গুরুকৃপাতে বিশ্বাস কর, গুরুকৃপা তোমাকে সকল বিঘ্ন উত্তরণ করিয়ে দেবে, সকল প্রাপ্তব্য পাইয়ে দেবে, ভগবানের নিত্য সেবকে পরিণত ক'রে দেবে।

চৌমুহনী আখড়াতে দুই বেলাই * বক্তৃতা হইল। এই কঠোর পরিশ্রমের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি এক মাইল দূরবর্ত্তী আলিপুর গ্রামে রাত্রি করিয়া রওনা হইলেন। ভক্তের পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত নিশিকুমার মজুমদার জানিতেন না যে, শ্রীশ্রীবাবামণির অদ্য সেখানে শুভাগমন হইতে পারে। তাই ভক্ত চৌমুহনী বাজার হইতে ঘৃত, আটা, আলু প্রভৃতি ক্রয় করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

---

* দুইখানা পাণ্ডুলিপিতে দুই রকম দেখিতেছি। আমাদের ধারণা যে, দুই বেলাই বক্তৃতা হইয়াছিল এক বেলা নহে।

শুভস্য শীঘ্রম্

আলিপুর শ্রীশ্রীবাবামণিকে পৌঁছাইয়া দিবার পরেই ভক্ত নিজ স্ত্রীকে নিয়া আসিবার জন্য সেই রাত্রি করিয়াই ছুটিলেন দুর্গাপুর।

একজন বলিলেন,—কাল সকালে গিয়ে নিয়ে এলেই ত' পারেন দাদা। ভক্ত বলিলেন,—শুভস্য শীঘ্রম্।

ভগবানের আবির্ভাব

শ্রীশ্রীবাবামণি আলিপুর গ্রামে আসিয়া তাঁহারই বাড়ীতে যে উঠিতে পারেন, নিশিকুমার বাবু তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—ভগবানের আজ আবির্ভাব হ'ল, ভগবানের আজ আবির্ভাব হ'ল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি অবশ্য ভগবান্ নই। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবেই হয়। কবে যে তিনি কি ভাবে এসে কাকে দেখা দেবেন এবং হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন ক'রে, সর্ব্বসংশয় ভেদ ক'রে কবে যে তিনি কার আকাশে সমুদিত হন, তার কোনো হিসাব করা চলে না। এই বিষয়ে তিনি বড় বেহিসাবি। কতখানি সাধন কর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যায়, তা কেউ বলতে পারে না। কেউ হাজার বছর তপস্যা ক'রে পায় না, কেউ

এক নিমেষে পেয়ে যায়। সবই তাঁর কৃপা, সবই তাঁর কৃপা। যে তাঁর কৃপাতে নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হয়, সে-ই ভাগ্যবান্, সে-ই পরমসুকৃতি-সম্পন্ন ধন্য ব্যক্তি।

২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৪১

গুরু-দক্ষিণা

অদ্য প্রাতে আলিপুরে ভক্ত-দম্পতীকে দীক্ষা দানের পরে শ্রীশ্রীবাবামণি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমার হৃদয়ের ধন অমূল্য নিধি আজ তোমরা নিয়ে গেলে। কিন্তু আমাকে কোন্ বস্তু গুরু-দক্ষিণারূপে দিবে?

ভক্ত দম্পতী নিরুত্তর রহিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—যদি জীবনে একটী দুঃখীর দুঃখ-বিদূরণে, একটী পতিতের উত্থান-লাভে প্রাণপণ চেষ্টা কর, তবে তাতেই আমার গুরু-দক্ষিণা লাভ হবে।

দাম্পত্য সংযমের সুফল

তৎপরে শ্রীশ্রীবাবামণি দাম্পত্য-সংযমের আবশ্যকতা সম্পর্কে উপদেশ দিলেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—স্বামী এবং স্ত্রী যেখানে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

জীবনকে ভগবদুদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে দিয়ে দাম্পত্য-সংযম পালনের চেষ্টা করে, সেখানে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরা সেই গৃহে আবির্ভূত হ'য়ে জীবের মঙ্গল সম্পাদনের জন্য আগমন কত্তে প্রলুব্ধ হন। জগতে তাঁদের নিজ কার্য্য কিছুই নেই, কিন্তু জীবের প্রতি করুণায় বিগলিত হ'য়ে পুত্র বা কন্যা-রূপে তাঁরা আবির্ভূত হন। তোমরা তোমাদের জীবনকে শুদ্ধ ভাবে কাটাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। এই চেষ্টায় পূর্ণ সাফল্য যদি আসে, তবে তার প্রভাব-শক্তিতে দশ দিকে শত শত ব্যক্তি নিজেদের অজ্ঞাতসারে পবিত্র জীবন যাপন কর্ব্বার জন্য প্রেরণা উপলব্ধি কত্তে সুরু কর্ব্বে। আর, এই প্রয়াসে যদি পূর্ণ সাফল্য নাও হয়, তবু আংশিক সাফল্যেরই ফল-স্বরূপে তোমাদের বংশধারার ভিতরে অভিনব শক্তির খেলা সুরু হ'য়ে যাবে। ক্ষণ-সুখ-জীবী সামান্য মানবেরা সে কথা বুঝ্‌তেও পারে না কিম্বা অন্তরে বুঝ্‌লেও মুখের ভাষায় টিট্‌কারী ছাড়া আর কিছু দিয়ে তোমাদের অভিনন্দন কর্ব্বে না।

দীক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার

ভক্ত গদ্‌গদ্‌ভাবে বিদায় লইতে উদ্যত হইলে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দীক্ষা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে নেয়, সে তা'

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বুঝ্‌তে পারে, বুঝে নিজে নিজেই অবাক্ হ'য়ে যায়। হুজুগের দীক্ষার কথা বল্‌ছি না, প্রাণের আবেগে নেওয়া দীক্ষার কথা বল্‌ছি। সে অনুভব করে যে, নবজন্ম হ'ল। সে অনুভব করে যে, অতীতের কোটি জন্মের পাপের অবসান হ'ল। সে অনুভব করে যে, যার জন্য সে জন্ম জন্ম ভ্রমণ ক'রে এসেছে, এতদিনে তাকে সে পেল। দীক্ষিতের এই দৃষ্টিভঙ্গীর মানে বাহিরের লোকে কিছুই বুঝ্‌তে পারে না। তারা ভাবে, এ সব হচ্ছে এক নম্বরের পাগলামী। কিন্তু যে নিজ অন্তর দিয়ে বুঝেছে, সে তা' নিজের অন্তরের সাক্ষ্যেই সত্য ব'লে মেনে নেবে, অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখ্‌বে না।

আলিপুর হইতে প্রাতে সাড়ে আট ঘটিকায় আসিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি চৌমুহনী আখড়ায় পৌঁছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বক্তৃতা সুরু হইল। বেলা এগারটায় সভাভঙ্গ হইল।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)
১০ পৌষ, ১৩৪১

স্থানীয় এক জমিদারের ম্যানেজারের বাড়ীতে শ্রীশ্রীবাবামণি আসিয়াছেন এবং একটা ব্যাঙ্কের দালানে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এখানে কোনও সভা-সমিতির ব্যবস্থা করা হয় নাই। বেশ নিরিবিলি। অধিকাংশ সময়েই শ্রীশ্রীবাবামণি সঞ্চিত পত্রের জবাবদানে ব্যস্ত আছেন।

অহমিকার ষড়যন্ত্র

নোয়াখালী জেলা-নিবাসী জনৈক পত্র-লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"আজ তুমি নিজেকে কতই না নগণ্য মনে করিতেছ। এইরূপ নগণ্য মনে করিবার উপযুক্ত কারণও রহিয়াছে। জীবনে সাধন, ভজন, পূজন কিছুই কর নাই, একথা তুমি জান। কিন্তু এত দিন সাধন-ভজনের পথও কিছু জানিতে না। এখন পথ জানিয়াছ। ইহার পরে আর আলস্য করিবার অধিকার তোমার নাই। সুতীব্র সাধন করিয়া যাও, ক্রমশঃ অন্তরের দৈন্য হ্রাস পাইবে। কিন্তু দৈন্য-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা সাধকদের অন্তরে অহমিকার বিষও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সেই বিষকে সঙ্গে সঙ্গে জীর্ণ করিতে না পারিলে কালে তাহা প্রাণাত্যয় ঘটাইয়া থাকে। জগতে যত সাধক-পুরুষ অকালে কূল হারাইয়াছে, তাহারা সকলেই এভাবে অহমিকার কবলে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, জানিবে। গুরুর কৃপায় উচ্চ পদবী লাভ করিয়া শিষ্য কত সময়ে নিজেকে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে। মূর্খেরা বোঝে না যে, ইহা তাহার অনন্ত নরকের সোজা পথ। খোদার উপরে খোদ্‌কারী করিতে গিয়া অনেক ব্যাঘ্ররাজকে 'পুনর্মূষিকো ভব' বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়। সামান্য সাধন, স্বল্প

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সত্য-নিষ্ঠা, অদূর-দর্শী অহংকার তাহাকে 'আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছে' পরিণত করে এবং তাহারই ফলে অন্তরের গহন প্রদেশে বিচরণকারী বন্য হস্তীর উৎপাতে তাহার সাজান বাগান শুকাইয়া যায়। সাধন কর, কিন্তু অহঙ্কৃত হইও না। বিশ্বাসভাজন হও, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করিও না। তোমাদের নিকটে তোমাদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়জনের কি প্রত্যাশা, তাহা ভুলিয়া যাইও না। আজিকার তৃণ আগামীকল্য বজ্র হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য কিন্তু নিজেকে তৃণ বলিয়া না জানিয়া বজ্র বলিয়া দর্প সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের বজ্রত্ব চলিয়া যাইবে এবং তৃণরূপেও সে নিরাপদ না থাকিয়া দেখিতে না দেখিতে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হইয়া ছাই হইয়া সে উড়িয়া যাইবে। নির্ভর যাহাকে বহুদিনে বড় করিয়াছিল, দর্প, দম্ভ, অহঙ্কার তাহাকে অল্প দিনে দীনাধম করিয়া ছাড়িবে। সুতরাং আজ নগণ্য থাকিয়া নিজেকে যেরূপ নগণ্য মনে করিতেছ, সাধন-প্রভাবে উচ্চ, মহান, পূজ্য হইয়াও বিনয়ের বলে নিজেকে তদ্রূপ নগণ্যই মনে রাখিতে চেষ্টা করিও। ইহা অমৃতময় শুভফল প্রসব করিবে। আপন বুঝিয়া চলিও, অহঙ্কারের কুবুদ্ধিতে পরিচালিত হইও না। অহমিকার বেসাতি লইয়া বন্ধুরূপে যাহারা আসিয়া তোমার ভিতরের গরম বাড়াইয়া যায়, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তোমার শত্রু ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীবনের পরম প্রিয়তমের প্রতি তোমার

প্রগাঢ় আনুগত্য যাহারা হ্রাস করিবার ষড়যন্ত্র করে, তাহাদের সহিত তোমার যে কোটি জন্মেও কোনও আত্মীয়তা নাই বা হইতে পারে না, এই কথা বলিষ্ঠ কণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইবার সংসাহস তোমার থাকা প্রয়োজন। যদি এই ক্ষেত্রে দুর্ব্বল হও, তাহা হইলে নিজের সর্ব্বনাশ তুমি নিজে করিবে। আজ তুমি তরুণ সাধক, কিন্তু তোমার বহুবর্ষ-পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে তাকাইয়া আমি এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছি। ইহার প্রতি অবহিত হও।"

ভক্তের বিনয়

বরিশাল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"পণ্ডিত হওয়া ভাল কিন্তু নিজেকে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান করা নিদারুণ মূর্খতা। যত বড় পণ্ডিতই তুমি হও, তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত জগতে মিলিবে। পাণ্ডিত্য তোমাকে যে অহমিকা দিয়াছে, তোমার চেয়ে বড় পণ্ডিত তার চাইতে অনেক গুণ অধিক অহমিকা প্রকাশে সমর্থ হইবেন। স্পর্দ্ধা দিয়া স্পর্দ্ধাকে কখনও আটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু নিজে নত হইয়া অপরকে সহজেই নত করিতে পারিবে। এই নতি ভক্তের পক্ষেই স্বাভাবিক, পণ্ডিতের পক্ষে নহে। ভক্ত নিজেকে ভগবানের দাস জ্ঞান করেন এবং ভগবানের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অপরাপর দাসদিগকে ভক্তি সহকারে বন্দনা করেন। যে আমার প্রভুর দাস, আমি তার দাসের দাস,—এই হইল ভক্তের মনোবৃত্তি, এই হইল ভক্তের মনোভঙ্গী। কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় নামে একখানা পাঁচালীগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গৌড়দেশের সম্রাট তাঁহাকে গুণরাজ খান্ উপাধি দিয়াছিলেন। গুণরাজ খানের এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে আছে,—

'এক ভাবে বন্দ হরি যোড় করি' হাত।
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'—

কিন্তু নন্দনন্দন-কৃষ্ণ হইতেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আরাধ্য দেবতা। তাঁহাকেই তিনি একমাত্র আরাধ্য জানিয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, গণপতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাশক্তি প্রভৃতিকে সেই একমাত্র আরাধ্যের সেবায় নিযুক্ত কৃষ্ণ-সেবক-সেবিকা বুদ্ধিতে বন্দনা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণের অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহার আর কেহই নাই। তাই মহাপ্রভু গুণরাজ খানের ঐ একটী মাত্র পদের জন্য সমগ্র কুলীনগ্রামবাসীদিগকে নিজের প্রাণের প্রাণ বলিয়া গণনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এক স্থানে আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন,—

'গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়।
তাহে এক বাক্য তার কাছে প্রেম রয়।।

নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণ-নাথ।
এই বাক্যে বিকাইনু তাহার বংশের হাত।।'—

অর্থাৎ গুণরাজ খান যে তাঁহার গ্রন্থে-শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়াছেন, ইহাতেই শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার বংশের সকল লোকের কেনা হইয়া রহিয়াছেন। দেখ, ভক্তের প্রাণ কেমন কোমল, ভক্তের চিত্ত কেমন নম্র, ভক্তের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতাবোধ কত গভীর, কত সুদূরপ্রসারী, কিরূপ বিস্ময়কর। শুধু তাহাই নহে, শ্রীগৌরাঙ্গ আরও বলিতেছেন,—

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর,
সেই মোর প্রিয় অন্যজন বহু দূর।'—

অর্থাৎ কুলীন-গ্রামের মালাধর বসুর বংশধরদের হাতে নিজেকে বিকাইয়া দিয়াও মহাপ্রভুর সাধ মিটিতেছে না, তিনি কুলীনগ্রামের আচণ্ডাল ব্রাহ্মণের কাছে নিজেকে বিকাইতে চাহিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, মানবেতর নিকৃষ্ট প্রাণী সমূহের মধ্যে বিষ্ঠাভোজী অস্পৃশ্য কুক্কুরকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কেননা, মালাধর বসু গুণরাজ খান কৃষ্ণকে প্রাণনাথ বলিয়াছেন। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের এই দৃষ্টান্ত হইতে তুমি তোমার প্রয়োজনীয় উপদেশটুকু সংগ্রহ কর। শাস্ত্রজ্ঞানের অন্ধকূপে ডুবিয়া না থকিয়া শাস্ত্র যাঁহাদের জীবনের মধ্যে রূপ পাইয়াছে, তাঁহাদের সুকোমল বিনম্র মনের ভঙ্গীটির দিকে তাকাও এবং আমার কাছ হইতে উপদেশ না

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

চাহিয়া তাঁহাদের জীবন হইতে উপদেশ সংগ্রহ কর। একজন প্রাচীন গ্রন্থকার তাঁর গ্রন্থমধ্যে একস্থানে লিখিয়াছিলেন,—

'এই গ্রন্থ পড়ি' যার ভাল নাহি লাগে।
নিশ্চয় খাইবে তারে টিকা-পোড়া বাঘে।।—

এই জাতীয় উপদেশ যাহাদের জীবনে রূপ পাইয়াছে, দম্ভের অবতার সেই সকল ব্যক্তির জীবন হইতে উপদেশ সংগ্রহ না করিয়া, যাঁহারা নিজ জীবন-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'দন্তে তৃণ ধরি' বলি সকলের ঠাঁই।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই।।—

তাঁহাদের বিনম্র জীবন হইতে উপদেশ সংগ্রহ কর। হয়ত তুমি বৈষ্ণব সাধুদের মুখে লক্ষ্মী দেবী এবং তুলসী দেবীর কাহিনী শুনিয়া থাকিবে। বিষ্ণুর বক্ষ বিহারিণী লক্ষ্মী দেবী তুলসী দেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'হে তুলসী, আমি যদিও ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষে বাস করি, তবু তোমার প্রতি আমার বড়ই ঈর্ষ্যা। কেননা, তুমি তাঁর পাদপদ্মে থাকিয়া অবিরাম তাঁর চরণ-রজঃ আস্বাদন করিতেছ।" তখন তুলসী দেবী বলিলেন,—'হে ভগবতী লক্ষ্মী, তুমি আমার চেয়ে অধিক ভাগ্যবতী। তাই আমার ঈর্ষ্যা তাহা অপেক্ষাও বেশী হইতেছে। আমি ভগবানের চরণ-রজে গড়াগড়ি যাইয়া ধন্য হইতেছি সত্য, কিন্তু ভগবানের বক্ষে যে ভক্তপ্রবর ভৃগু মুনির পদচিহ্ন রহিয়াছে, তুমি অবিরাম সেই ভক্ত-পদ-চিহ্নের

স্পর্শ পাইতেছ। ভগবানের যে সেবক, সে যে আমাদের কত প্রিয়, তাহা আর কত বলিব?' এই সকল হইতে বুঝিবে যে, ভক্তদিগকে বিনয়-শিক্ষার আদর্শ বলিয়া কেন অভিহিত করিতেছি।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ)
১১ই পৌষ, ১৩৪১

কতিপয় ভদ্রলোক শ্রীশ্রীবাবামণির চরণদর্শনে আসিয়াছেন।

ভক্তি লাভের উপায়

একজন প্রশ্ন করিলেন,—ভক্তি লাভের উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভক্তের সঙ্গ, ভক্তের উপদেশ, ভক্তের আশীর্ব্বাদ এবং ভক্তের কৃপা।

ভক্ত চিনিবার উপায়

প্রশ্ন হইল,—কে ভক্ত, কে অভক্ত আমরা চিন্‌ব কি ক'রে? অনেক অভক্ত ভক্তের সাজে থাকে, অনেক ব্যাঘ্র যেমন মেষচর্ম্মে অঙ্গ আচ্ছাদন করে।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—চোরের কাছে গেলে চুরী কত্তে ইচ্ছা হবে, মাতালের কাছে গেলে মদ খেতে ইচ্ছা কর্ব্বে, ভক্তের কাছে গেলে ভক্ত হ'তে ইচ্ছা হবে। এই দিয়েই ভক্ত বা অভক্ত চিন্‌তে হয়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নামকে শুষ্ক বোধ হইলে কর্ত্তব্য

প্রশ্ন।—নাম যখন শুষ্ক বোধ হয়, তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—কর্ত্তব্য হচ্ছে নামের মহিমা-চিন্তন করা। পতিব্রতা পত্নী কেমন করে? স্বামীর রুক্ষ কর্কশ ব্যবহার দেখে প্রাণে শান্তি পায় না, কিন্তু পতি ছাড়া ত' গতিও নেই। তাই সে তখন চিন্তা কত্তে সুরু করে যে, যদিও বাহ্য ব্যবহার রুক্ষ কর্কশ, তবু স্বামীর অন্তরে গভীর প্রেম-প্রবাহিনী খরবেগে ব'য়ে যাচ্ছে। এইরূপ চিন্তা কত্তে কত্তে পত্নীর মনের বিরাগ ও অরুচি ক'মে যায়, স্বামীর প্রতি মধুময় ভাব দ্রুত ফিরে আসে। সাধকের পক্ষে নামকে স্বামী, প্রভু বা পতি জ্ঞান করা উচিত এবং যখনি নাম কত্তে কত্তে নামকে শুষ্ক রসহীন বিস্বাদ ব'লে মনে হবে, তখনই নামের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে যে কত রস সঞ্চিত আছে, সে কথা চিন্তা করা উচিত। আরও চিন্তা করা উচিত যে, মুনি, ঋষি, তপস্বীরা যুগে যুগে নাম-সাধন ক'রে কত মধুর আস্বাদন করেছেন, জরা-মরণ ভুলেছেন, নামের অমৃত-রসে স্নান ক'রে নিজেরা অমর হয়েছেন, কোটি কোটি নরনারীকে অমর করেছেন। এভাবে নামের মহিমা, নামের গরিমা, নামের প্রশংসা চিন্তা

ক্রমে ক্রমে আপনার অজ্ঞাতসারে শুষ্ক নাম সরস, রুক্ষ নাম মধুর ব'লে ক্রমশঃ বোধ হবে। তখন প্রাণপণে নামের সেবায় ডুবে যাবে।

নিত্য-পাঠ্য সদ্‌গ্রন্থ

রংপুর লালমণিরহাট-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"জগতের হাজার হাজার গ্রন্থ হইতে একখানা গ্রন্থ বাছিয়া লও, যাহাকে তোমার নিত্যসঙ্গী করিবে, যাহা হইতে প্রত্যহ প্রাতে দুই পাতা পড়িবে, যাহা হইতে শয়ন-কালে দুই পাতা পড়িয়া নিদ্রায় চক্ষু মুদিবে। বহুগ্রন্থ অধ্যয়নে চিন্তার বহুমুখীনতা বাড়ে, কিন্তু গভীরতা বাড়ে না। একখানা গ্রন্থই শতবার সহস্রবার অধ্যয়নের অভ্যাস হইতে চিন্তার গভীরতা বাড়ে। তুমি যে কথাটিকে কাল পড়িয়া ফেলিয়াছ বলিয়া আজ পুরাতন জ্ঞান করিতেছ, তাহাই তুমি পুনরায় কাল, পরশু ও তরশু ক্রমান্বয়ে পড়িয়া দেখিও, তাহা হইতে নূতন অর্থ, নূতন ভাব, নূতন দ্যোতনা, নূতন ব্যঞ্জনা সংগ্রহ করিতে পারিবে। ভাষা বাহিরে ভাসা-ভাসা যতটুকু অর্থ প্রকাশ করে, তাহার শত গুণ সহস্র গুণ অর্থ নিজের ভিতরে অন্তর্নিহিত করিয়া রাখে। অধিকাংশ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং অধিকাংশ মহাপুরুষ-বাণী সম্পর্কে এই কথা যে কত সত্য, তাহা নিজেরা পরীক্ষা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়াই দেখ না। ভাষা শুধু ভাবকে প্রকাশের জন্যই সৃষ্ট হয় নাই, যে ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব, তাহার প্রতিও ইঙ্গিত করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেকটী শব্দ পুঞ্জীকৃত ভাব-সমষ্টির সমাহার, কিন্তু মননে অনভ্যস্ত মন লইয়া সেই পুঞ্জীকৃত সম্পদের কতটুকুর তুমি খবর লইতে পার? এই জন্যই একই কথার বারংবার অভিনিবেশ নিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। এক তোলা সোণার মূল্য বিশ টাকা কি বাইশ টাকা। কিন্তু জারণ-দক্ষ রস-শাস্ত্র-বিদ্ তাহাকে অগ্নিতাপে জারিয়া লইয়া তাহার প্রত্যেকটী রেণুকে পৃথক্ করিয়া আস্বাদনের যোগ্য করেন এবং এক একটী রেণুর রাসায়নিক শক্তির সুপ্রয়োগ করিয়া একটী একলক্ষাধিক মুদ্রা মূল্যের মানব-জীবন রক্ষা করেন। এক পিণ্ড সোণা কাহারও জীবন রক্ষা করিতে পারে না, মাত্র ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে তাহার ঔজ্জ্বল্য, তাহার মূল্যবত্তা বিচারিত হয়, কিন্তু এই পিণ্ডটুকুর অংশ-বিশেষের প্রত্যেকটী রেণুকে সক্রিয় করিবার পরে এক একটী রেণুই এক একটী করিয়া জীবন রক্ষা করার উপায়-স্বরূপ হয়। ভাষা বা শব্দ সম্পর্কেও তদ্রূপ জানিবে। একটী বাক্যের ভিতরে যতগুলি ভাব-তরঙ্গ আছে, অভিনিবেশের দ্বারা তাহার ভিতরে তাহার কোটি গুণ অনুতরঙ্গ খুঁজিয়া পাইবে এবং ঐকান্তিকী নিষ্ঠা-সহকৃত মননের দ্বারা এক একটী অনুতরঙ্গের ভিতরে শত শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞানের

ভাণ্ডার খুঁজিয়া পাইবে। এই জন্যই গ্রন্থ-পাঠেও একনিষ্ঠার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি। স্বামীর প্রতি পত্নীর, পত্নীর প্রতি স্বামীর, গুরুর প্রতি শিষ্যের একনিষ্ঠার ন্যায় গ্রন্থের প্রতি একনিষ্ঠাও এই কারণেই পরমহিতপ্রদ। বুঝিয়া বা না বুঝিয়া যে একটীতেই লাগিয়া থাকে, তাহার ভিতরে পরমাশ্চর্য্য জ্ঞান একদা এক আকস্মিক অবসরে অতীব অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রস্ফুটিত হয়।

"কিন্তু তাই বলিয়া বলিতেছি না যে, অপর গ্রন্থ পাঠ করা অন্যায়। পড়িবে, কিন্তু একখানা মহাগ্রন্থই আগে বাছিয়া লও, যাহা তোমার জীবনের অন্ততঃ দশ কি বিশ বৎসরের জন্য প্রাণের প্রাণ বা বক্ষের পঞ্জর-স্বরূপ হইবে। এই দশ কি বিশ বৎসরে এই মহাগ্রন্থের প্রতি শব্দ, প্রতি বাক্য তোমার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত ভাবের সম্পদ খুলিয়া ধরিবে, তাহার পুঁজী লইয়া যে গ্রন্থেরই চিন্তানুশীলন কর, তাহাই তোমার কাছে সাধারণের অনধিগম্য নিগূঢ় তত্ত্ব এবং সাধারণের অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব অপূর্ব্ব-আস্বাদন বহন করিয়া আনিবে।"

চাঁদপুর, (কুমিল্লা)
২০শে পৌষ, ১৩৪১

একতত্ত্বের জিজ্ঞাসা

শ্রীহট্ট যাইবার জন্য জিনিষ-পত্র গুছান হইতেছে। এই

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিদারুণ কর্ম্ম-ব্যস্ততার মাঝখানে একটী যুবক আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন সুরু করিয়াছেন। প্রশ্নগুলির উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু শ্রীশ্রীবাবামণির যে অবসর নাই। তবু কাজের ফাঁকে ফাঁকে জবাব দিয়া যাইতেছেন। কিন্তু যুবকের আর প্রশ্নের শেষ হইতেছে না।

তখন শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—দেখ বাবা, প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার জিজ্ঞাস্য জিনিষ কিছুই নেই। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা যার ভিতরে সত্য সত্য জাগে, তার বহু বহু প্রশ্ন থাকে না, একটী প্রশ্ন সকল প্রশ্নের উপরে মাথা তুলে দাঁড়ায় এবং সেই একটী প্রশ্নের জবাব হ'লেই সকল প্রশ্নের জবাব হ'য়ে যায়। আগে স্থির চিত্তে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্য কি। জিজ্ঞাস্যকে বুঝবে, তবে ত' জিজ্ঞাসা সার্থক হবে। যে সব কিছু জানতে চায়, তার কিছুই জানা হয় না। যে একটী তত্ত্বকে জান্‌তে চায়, তার সকল তত্ত্বই জানা হ'য়ে যায়।

২১শে পৌষ, ১৩৪১

চাঁদপুর হইতে ছাড়িয়া মেইল ট্রেণ এমন সময়ে কুলাউড়া পৌছিল যে, শ্রীহট্টগামী ট্রেণ তার পূর্ব্বেই ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি কুলাউড়া পল্লীটুকু দেখিবার জন্য বাহির হইলেন। রহিমপুর-গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় এই

ট্রেণেই কুমিল্লা হইতে উঠিয়াছেন। তিনি স্থানীয় কৃষি-অফিসের একখানা বাহিরের ঘর উত্তম-রূপে লেপাইলেন এবং শ্রীশ্রীবাবামণির সঙ্গীয় ব্রহ্মচারী সেখানে রন্ধনে উদ্যত হইলেন।

চাই নির্ভর

ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজের একজন প্রতিনিধিও এই ট্রেণ-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবাবামণি তাঁহাকে এইখানেই প্রসাদ নিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—সত্যই, ভগবান্ যে কোন্ দিন কার অন্ন কোথায় মাপান, তা মানুষ জানে না।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—এই জন্যই আমাদের চাই তাঁর চরণে পরিপূর্ণ নির্ভর। তাঁর হাতে নিজেকে ক্রীড়নকের মত জেনে একেবারে ছেড়ে দিতে হবে এবং তাঁরই ইচ্ছার ইঙ্গিতে উঠ্‌তে, বস্‌তে, চল্‌তে, বল্‌তে, কর্‌তে এবং মর্‌তে হবে, তাঁর দেওয়া বায়ু নিঃশ্বসন ক'রে যে জীবন রক্ষিত হচ্ছে, তাঁর দেওয়া জলপানে, অন্নগ্রহণে যে জীবন প্রতিপালিত হচ্ছে, তা' সম্পূর্ণরূপে তাঁরই অভিপ্রেত কর্ম্মে নিয়োজিত কত্তে হবে। তাঁকে জীবনের একমাত্র প্রভু, একমাত্র নিয়ন্তা, একমাত্র কর্ণধার জেনে নিজেকে তাঁর ইচ্ছার

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হাতে একেবারে নিঃসঙ্কোচে ছেড়ে দিতে হবে। এতেই আমাদের জীবন-লাভের পূর্ণ সার্থকতা।

নির্ভরই কুশল

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আমরা দুনিয়ার সহস্র ষড়যন্ত্রকে কত ভয় পাই, মানুষের অকৃতজ্ঞ আচরণে কত দুঃখ বোধ করি, মানবের ভিতরের দানব যখন পাশব শক্তির সমাবেশে গুরুকে লঘু, পূজ্যকে অনার্য্য জ্ঞানে অসম্মান করে, তখন কত কাতর হই। কিন্তু নির্ভরশীল লাঞ্ছিত প্রকৃত প্রস্তাবে মহাশক্তির ক্রোড়ে শায়িত নিশ্চিন্ত শিশুর মত নির্ব্বিকার থাকে। প্রাকৃতিক বা অলৌকিক এমন কোনও শক্তি নেই, যা' সেই নির্ভরশীলের কুশলকে ক্ষতিগ্রস্ত কত্তে পারে। ঈশ্বরে পরম নির্ভর জীবনের চরম কুশল। নির্ভরশীলই জগতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান্।

অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় শ্রীশ্রীবাবামণি শ্রীহট্ট পৌছিলেন এবং এডিশনাল ডিষ্ট্রিক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মার বাংলোতে উঠিলেন।

শ্রীহট্ট

২২শে পৌষ, ১৩৪১

সহরের প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীশ্রীবাবামণির চরণ-দর্শনে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে কলেজের

ভাইস-প্রিন্সিপাল, ইনকামট্যাক্স অফিসার, অবসরপ্রাপ্ত ই-এ-সি (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) প্রভৃতি আছেন।

লক্ষ্য কি

একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামীজী, আপনাদের মিশন বা চরম লক্ষ্য কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-কার্য্য-সম্পাদনের যোগ্য ক'রে তোলার সাধনাই আমাদের মিশন বা লক্ষ্য।

লক্ষ্য লাভের উপায়

প্রশ্ন।—তার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—অবিরাম ভগবৎ-চরণে আত্ম-সমর্পণের চেষ্টা।

আত্মসমর্পণ কি করিলে আসে

প্রশ্ন।—আত্ম-সমর্পণ কি ক'রে আসে?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—তাঁর চরণে আত্ম-সমর্পণই যে চরম গতি, এ ছাড়া যে পন্থা নেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণই যে একদা কত্তে হবে, এই কথা অবিরাম স্মরণ কত্তে হয়। এতে ক্রমশঃ আত্ম-সমর্পণ এসে যায়।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

শ্রীহট্ট

২৩শে পৌষ, ১৩৪১

বহু পত্র লেখা উপদেশ গ্রহণে নিষ্ঠা

ঢাকা-লক্ষ্মীবাজার-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"বাচালতা যেমন দোষের, বহু পত্র লেখাও তেমন দোষের। অকারণে পত্র লিখিয়া তুমি কেবল তোমার সময়ই নষ্ট কর না, যাহার নিকটে পত্রখানা লিখ, তারও মূল্যবান্ সময়ের উপরে হস্তক্ষেপ কর। এই বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিও। আবার, বহু জনের কাছে পত্র লেখার অভ্যাসও খুব ভাল নহে। ইহাকে এক-প্রকারের বাগ-বিলাসিতা বলিয়া আমি মনে করি। জীবন-গঠনের জন্য উপদেশ যদি প্রয়োজন হয়, তবে তুমি তাহা প্রধানতঃ তোমার গুরুদেবের নিকটেই পাইতে পার। তুমি পৃথিবী জুড়িয়া নানা মহাপুরুষের সঙ্গে পত্রালাপ সুরু করিয়াছ। উদ্দেশ্য অবশ্য মহৎ। কিন্তু একজনের প্রদত্ত উপদেশ অপরের প্রদত্ত উপদেশের বিরোধী হইলে তখন আবার মীমাংসার জন্য কাহার কাছে যাইবে? রোগ হইলে চিকিৎসক সাধারণতঃ এক জনই নিয়োগ করিতে হয়, দলে দলে বৈদ্য আনিয়া জুটাইলে চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটে। তোমার

গুরুদেব তোমাকে যে উপদেশসমূহ দিয়াছেন ও দিতেছেন, একটা জন্ম সেই উপদেশই নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া দেখ। আমার কাছ হইতে অবশ্য উপদেশ যখন চাহিতেছ, তাহা আমি অকৃপণ হস্তেই বিতরণ করিব কিন্তু আমি চিকিৎসা-বিভ্রাটের আশঙ্কা করিতেছি। উপদেশাদি গ্রহণেও একনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে। একনিষ্ঠ ব্যক্তি গমন-পথে চিরকালই অপর অপেক্ষা অধিক দ্রুতধাবনশীল হয়। যার দৃষ্টি চারিদিকে, সে তত দ্রুত চলিতে পারে না। একনিষ্ঠা নষ্ট হইলে জীবন-গঠনে বিঘ্ন হইবে। একনিষ্ঠাকে নষ্ট হইতে দিও না। আমি সকল গুরুর শিষ্যকে নিজ পথে থাকিয়া বেগে চলিবার উৎসাহ দেই, কিন্তু জগতে সকলেই এরূপ নহেন। কেহ কেহ সুকৌশলে বা নিজের অজ্ঞাতে তোমার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারেন। তাহা খুব বিচিত্র বলিয়া মনে করিও না। অল্প কয়েকটা দিনের মধ্যে আমি তোমার বিভিন্ন-বিষয়ক এতগুলি পত্র পাইয়াছি যে, আমার মনে হইতেছে তোমার এক্ষণে সকলের কাছে উপদেশের জন্য পত্র লিখিবার অভ্যাস পরিহার করিয়া তোমার প্রকৃত হিতৈষীদের কাছ হইতে উত্তররূপে যে সকল মূল্যবান্ উপদেশ এ যাবৎ পাইয়াছ, সেইগুলিকেই নিজের জীবনের আচরণে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমার কথায় রাগ করিও না, বিরক্ত হইও না, ক্ষুব্ধ হইও না। আমি তোমার,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আমার এবং জগতের হিতের প্রতি তাকাইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছি, জানিও।

উপদেশের স্বরূপ

"উপদেশ জিনিষটা কি জান? প্রাণের গভীর স্নেহ হইতে সমুত্থিত ইহা সোহাগ। অতলস্পর্শ স্নেহবুদ্ধি এবং শুভচিন্তন হইতে ইহার উদ্ভব। সকলেই এজন্য সকলকে উপদেশ দিতে সমর্থ হয় না। যেখানে গ্রহীতার প্রাণে একনিষ্ঠ আগ্রহ এবং যেখানে দাতার প্রাণে অকপট স্নেহবুদ্ধি, উপদেশ সেই খানেই নিজের স্বরূপে অবতীর্ণ হয়। যে একনিষ্ঠ এবং আগ্রহী, প্রকৃত স্নেহ তাহারই প্রতি ধাবিত হয়। ভদ্রতার খাতিরে লোক-দেখান স্নেহ কতজনই কত জনকে দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কাহারও উপদেশ দানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না। লোক-দেখান আনুগত্যও কত জন কত জনকে দেখাইয়া থাকে, কিন্তু তাহারই দরুণ কেহ উপদেশ পাইবার যোগ্য হয় না। বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন কত সুমধুর উপদেশ কম্বুকণ্ঠে বিতরণ করিয়া যাইতেছি। অথবা, বিতরণ বলিলে ভুল বলা হয়, বর্ষণ করিয়া যাইতেছি। কিন্তু এই সকল উপদেশ পাইবার অধিকারী ব্যক্তি ঐ বিশাল জনতার মধ্যে কয় জন লোক রহিয়াছেন, তাহা বিবেচ্য। বিনা দ্বিধায়

যে আমার বাক্য পালন করিবে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া ত' আমার বাক্য-শক্তির অপব্যবহার করা। আর পরিপূর্ণ নির্ভর নিয়া যে বাক্য প্রতিপালন করিবে না, তাহার পক্ষে উপদেশ চাহিতে আসাও ত' এক মস্ত বড় বিড়ম্বনা। উপদেশ নেওয়া ও দেওয়া এ দেশে অবিরাম চলিতেছে কিন্তু পালন করা ও পালন করান হইতেছে কৈ? উপদেষ্টার অভাব কোথায়? কিন্তু সবই ত' বন্ধ্যাতে গর্ভাধানের ন্যায়, শিলাতে বীজবপনের ন্যায়, ইস্পাতে হল-কর্ষণের ন্যায়, আকাশে ভিত্তিস্থাপনের ন্যায়, নদীস্রোতে বৃক্ষ-রোপণের ন্যায় নিষ্ফলই হইতেছে। একথা ভাবিয়া দেখ এবং বুঝিয়া দেখ। তারপরে উপদেশ পাইবার জন্য পাগল হইও।"

অর্থ ও পরমার্থ

জনৈক জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—ভারতের চিরন্তনী শিক্ষাই হচ্ছে,—'অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।—অর্থাৎ অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থের মূল ব'লে গণনা কর।' বাল্যে এবং বার্দ্ধক্যে এই চিন্তাই প্রত্যেকের প্রবল থাকা উচিত। বাল্যেই অর্থ-লিপ্সুতা জন্মালে তার ফলে অনেকে একেবারে অর্থ-পিশাচ হ'য়ে যায়। বার্দ্ধক্যেও অর্থলিপ্সা থাক্‌লে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মানুষের মনে ইষ্টচিন্তা আসে না, বৃথা কতকগুলি বাজে চিন্তায় জড়িয়ে আসল কথাটিকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কণ্ঠরোধ ক'রে মারা হয়। বিদ্যার্জ্জন-কালে অর্থ-চিন্তা বর্জ্জন করা উচিত, কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের পরিপক্কাবস্থায় বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থকরী চিন্তা করা প্রয়োজন। গৃহস্থী-সংসারী ক'রে যাদের দিনাতিপাত কত্তে হবে, তারা পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হবে, এ কল্পনা উন্মত্তের যোগ্য। আর, গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন কর্ব্ব না ব'লেই আমি জলৌকার ন্যায় সমাজের রক্ত-শোষণ কর্ব্ব, এ আদর্শও এই যুগে অশ্রদ্ধেয়। আমি যতি বা ব্রহ্মচারী ব'লে তোমাদের হয়ত আধ্যাত্মিক উপকার বেশী কত্তে পারি, অন্ততঃ তোমরা সেইরূপই মনে ক'রে থাক; কিন্তু তার জন্য আমি আমার দুমুঠা অন্নের ভার তোমাদের উপরে দিয়ে রাখ্‌ব, এটা এই যুগের হিসাবে সুবিচার হবে না। দেশের সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ, লক্ষ লক্ষ লোক এক বেলা খেয়ে থাকে, হাজার হাজার লোক তিলে তিলে অল্পাহারজনিত ক্ষয়ে শুষ্ক হ'য়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, রাজা উদাসীন, ধনী নির্ম্মম, প্রতিবেশীরা নিশ্চিন্ত,—এই অবস্থাতে আমার জন্য আবশ্যকীয় একটী কণা অন্ন যদি আমি নিজের শ্রমে অর্জ্জন করি, তবে, আমাকে প্রদেয় অন্নকণা তুমি অপর এক বুভুক্ষুকে দিতে পার। এই কারণেই প্রত্যেক ত্যাগীর বা যোগীর বা ত্যাগ-পথারোহীর নিষ্কাম চিত্তে নিজের অন্ন সদ্‌ভাবে অর্জ্জন করা উচিত। তারপরেও যদি লোকে ত্যাগীকে অন্ন দেয়, তবে সেই অন্ন তিনি অন্য

বুভুক্ষুকে দান ক'রে চিত্তপ্রসাদ ও লোকহিত এই দুইটীকেই একসঙ্গে লাভ কত্তে পারেন। ধনীর দুয়ারে চাঁদার খাতা নিয়ে ধর্ণা দিতে পার্‌বে, তাতে দোষ নেই, কিন্তু নিজের আশ্রম-কুটীরে ব'সে চরকা কেটে, তাঁত চালিয়ে, চিত্র এঁকে, বই লিখে যদি পয়সা রুজি কর, আর সেই পয়সাগুলিই দেবসেবায়, অতিথিসেবায়, আর্ত্তত্রাণে, ভক্তি-প্রচারে, জ্ঞানের প্রসারে ব্যয় কর, তবে তাতেই দোষ হয়ে যাবে,—এরূপ সর্ব্বনেশে যুক্তি আমি বুঝি না। অর্থ ছাড়া ত' পরমার্থ-সেবীদের চলে না, কিন্তু গৃহস্থেরা জাল-জুয়াচুরী ক'রে সেই অর্থ অর্জ্জন ক'রে এনে মঠে পৌঁছে দিলে তা' গ্রহণীয় হবে, আর মঠের সাধুরা মঠের মাঠে কোদাল মেরে ধন উৎপাদন ক'রে নিলে সেই অর্থ ইহমুখতা হবে,—এরূপ যুক্তি আমি বুঝি না। ছা-পোষা গৃহস্থদের শত অভাব, সহস্র অনটন, তাই তারা বাধ্য হ'য়ে অনেক সময়ে অধর্ম্মার্জ্জিত অর্থ দিয়ে পকেট পূর্ণ ক'রে থাকে। মঠ বা আশ্রমের সাধুদের শীত-গ্রীষ্মের বোধ কম, শিষ্টাচারের দায় কম, লৌকিকতার জঞ্জাল একরূপ নেই, বসন-বিলাস অতি অল্প, যা-কিছু দায় শুধু দুবেলার দুমুঠা অন্ন বা দুই টুকরা চাপাটির,—সুতরাং এই মোটা প্রয়োজন মিটাবার জন্য ধর্ম্মসঙ্গত উপার্জ্জন কেন অবৈধ হবে, তার যুক্তি আমি বুঝি না। অবশ্য, সে যুক্তি আমার বোধগম্য হ'ত, যদি স্বাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ কত্তাম,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

যে ভারতের মানুষ অন্নাভাব কাকে বলে জান্‌ত না, কিছু দিন পরে পরেই ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ বা ব্রতাদি পালন ক'রে সম্পন্ন ব্যক্তিরা, শ্রেষ্ঠীরা, রাজারা নিজেদের সর্ব্বস্ব সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে বিতরণ ক'রে দিয়ে নিজেরা একেবারে নিঃস্ব সেজে বনে যেতেন শেষ জীবনের চরম তপস্যা সাধন কত্তে এবং এ ভাবেই এক প্রকারের ধন-বণ্টন-কার্য্য নিয়মিত ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী চ'লে আস্‌ত। আজ একদিকে বিদেশীদের শোষণে দেশের অন্ন, অর্থ, ধাতু, সম্পদ, শস্য, তৈজস সব চলে যাচ্ছে বিদেশে, অন্যদিকে একদল অর্থগৃধ্নু, পিশাচ সমগ্র সমাজকে বঞ্চিত ক'রে সাধারণ গৃহস্থকে কারখানার কুলীতে পরিণত ক'রে, শত শত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিকে ভিক্ষাপাত্র হস্তে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বের ক'রে দিয়ে নিজেরা যক্ষের মত স্বর্ণস্তূপ আগ্‌লাচ্ছে। এই সময়ে তুমি সাধু হও, সন্ন্যাসী হও আর মহাপুরুষ হও, তোমার অন্নের জন্য যদি একটী গৃহস্থেরও উদ্বেগ বর্দ্ধিত কর, অন্যে যাই বলুন, আমি বল্‌ব, সমাজের বিরুদ্ধে তুমি অন্যায়ের অনুষ্ঠান কচ্ছ। পরমার্থকে লাভ কর্ব্বে ব'লেই তুমি অর্থকে ঘৃণা কত্তে অধিকারী নও। আর, ঘৃণা যদি কর, তবে অপরে অর্জ্জন ক'রে এনে দিলে তাই বা গ্রহণ কর কোন্ যুক্তিতে? অর্থের লিপ্সা মনকে স্থূল করে, নিত্য বস্তু থেকে মনকে বিযুক্ত করে, তাই অর্থলিপ্সা দোষের, কিন্তু নিষ্কামচিত্তে জীবন-ধারণোপযোগী

অর্থ যদি সদ্‌ভাবে অর্জ্জন কর, তবে তাতে তোমার পরমার্থ সাধনের কোনও ব্যাঘাত হ'তে পারে না। যতদিন ভারত স্বাধীন না হচ্ছে, যতদিন ভারতবাসীর মুখের গ্রাস ভারতবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতের বাইরে যাবার পূর্ণ প্রতিবিধান এই দেশেরই শাসন-সঙ্ঘ কত্তে সমর্থ না হচ্ছে, যতদিন দেশের অতি-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট পরিবার সমূহের অন্নকষ্ট দেশের সুশাসনের গুণে আপনা-আপনি অন্তর্হিত না হচ্ছে, ততদিন প্রত্যেক সাধক, প্রত্যেক তপস্বী, যদি এই নিয়মটী করেন যে, সমগ্র দিবসের দুই-চার ঘণ্টা সময় নিজের অন্নটুকু নিজে অর্জ্জনে ব্যয় কর্কেন, তাহ'লে হয়ত অতি নিকট ভবিষ্যতে এমন দিন ফিরে আস্‌তে পারে, যেদিন কুলপতি বাল্মীকি, কুলপতি বশিষ্ঠ, কুলপতি অগস্ত্য গৃহস্থদের বা রাজার স্বেচ্ছাদত্ত ভূরিপরিমাণ অন্নে "শিষ্যাণাং দশ সাহস্রী" অর্থাৎ দশ সহস্র ছাত্রকে নিশ্চিন্তে যোগব্রহ্মবিদ্যা বিতরণ কচ্ছেন। অর্থকে বাদ দিয়ে পরমার্থের চিন্তা এই পরপদানত নাগপাশ-বদ্ধ ভারতে এক মহাবিপত্তির কারণ হয়েছে।

কলেজ-হোষ্টেলের বক্তৃতা

দ্বিপ্রহরে বেলা দুই ঘটিকার সময়ে মুরারিচাদ-কলেজের হোষ্টেলে ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি একটী বক্তৃতা দান করিলেন। এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দুর্গেশ্বর শর্ম্মা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। বক্তৃতার বিষয়,—"জ্ঞানের আলো।"

শ্রোতারা সকলেই কৃতবিদ্য ছাত্র এবং বহু অধ্যাপকও উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং শ্রীশ্রীবাবামণির বক্তৃতা সনাতনী ধরণে না হইয়া পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিক্‌পালগণের নানা রচনার ইঙ্গিতে উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। একজন অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর মুখ হইতে জন্‌সন, আরভিং, কোল্‌রিজ, কার্লাইল, রোশেফুকল্ড, রাস্‌কিন, টাকারম্যান, আর্নল্ড, হোয়েটলী, জিমারম্যান, জেরেমি টেইলার, সীড্‌নে স্মিথ প্রভৃতি বহু বহু সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনা-সমূহের উদ্ধৃতাংশের ব্যাখ্যা-প্রতিব্যাখ্যায় বক্তৃতা-গৃহে যেন বিদ্যুতের চপল-খেলা চলিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় এত বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতার অনুলেখন রক্ষিত হইয়াও উই পোকার উদরে চলিয়া গিয়াছে।

জ্ঞানের আলো

বক্তৃতার শেষ অংশে শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—জ্ঞান তোমার সহজাত সম্পত্তি। জ্ঞানের আলোক তোমার জীবনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌বে, এটাই স্বাভাবিক। তুমি চিরকাল অন্ধতমসাবৃত হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বে, এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বর অনুক্ষণ তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাক্‌ছেন। সেই আহ্বানে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হও। প্রাণ

খুলে, মন খুলে বল, 'হে ভগবান্ তোমার অমৃতময়ী আহ্বানবাণীর আমি অমর্য্যাদা কর্ব্ব না, চতুর্দ্দিকের সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ঘন-তমসার প্রগাঢ় ব্যূহ আমি অন্তরের বিশ্বাসের শক্তি দিয়ে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে তোমার পানে ছুটে আস্ব, আহত হ'লে কাঁদব না, পদতলে কণ্টক-বিদ্ধ হ'লে থাম্ব না, আমার কাঁটা তুলে দিতে হয়, খুলে দিতে হয়, তুমি তুলে দিও, তুমি খুলে নিও, আমি তোমার ডাক শুনে সর্ব্ব চিন্তা পরিহার ক'রে তোমাকে লক্ষ্য ক'রেই অগ্রসর হব।' দেখ্‌বে, এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে সকল অন্ধকার বিদূরিত হ'য়ে গিয়েছে, জ্ঞানের আলোতে তোমার মনের, প্রাণের, হৃদয়ের আঙ্গিনা ঝলমল্ কচ্ছে।

শ্রীহট্ট

২৪শে পৌষ, ১৩৪১

কর্ম্মের ফল

অদ্য অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত দুর্গেশ্বর শর্ম্মা কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—স্বামীজী, আপনি আর্নল্ডের Light (আলো) কথাটার যে ব্যাখ্যা করেছেন, তাই নিয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে খুব আলোচনা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীবাবামণি উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি আলোচনা?

দুর্গেশ্বর বাবু।—আপনার বিরুদ্ধে কিছু নয়, তবে আপনি নূতন ধরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইংরিজির পণ্ডিতেরা খুব impressed (মুগ্ধ) হয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—মুগ্ধ হওয়ারই কথা। কেননা, আমি যে না-প'ড়ে পণ্ডিত। ভুল বল্‌লেও আমার রেহাই, ঠিক্ বল্‌লে ত' কথাই নেই।

দুর্গেশ্বর বাবু বলিলেন,—কলেজের ছেলেরা আপনাকে কলেজ-ইউনিয়নে বক্তৃতা দেবার জন্য ধরেছে। এ হচ্ছে আপনার কাল্‌কের বক্তৃতার ফল।

শ্রীশ্রীবাবামণি হাসিয়া বলিলেন,—কর্ম্ম কর্‌লেই তার ফল ভুগ্‌তে হয় যে।

দুর্গেশ্বর বাবু হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই যে আমার ছেলেটা দুরারোগ্য অসুখে ভুগ্‌ছে, এও কি আমার কর্ম্মের ফল?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—কর্ম্মেরই ফল। কিন্তু অকপটে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ কর্‌লে কর্ম্মের বন্ধন ছিঁড়ে যায়। একান্ত শরণাগতকে ভগবান্ সর্ব্বপাশমুক্ত ক'রে নিজের স্নেহের কোলে প্রেমভরে তুলে নেন।

শরণাগতি লাভের উপায়

দুর্গেশ্বর বাবু প্রশ্ন করিলেন,—শরণাগত হইবার উপায় কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—নিজেকে একেবারে নিরাশ্রয়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ব'লে জানা এবং তার পরে তাঁকে একমাত্র আশ্রয় ব'লে মানা। শরণাগত হবার এই হচ্ছে উপায়। তিনি ছাড়া যে আর কেহ আশ্রয়দাতা আছে, এ কথা যতক্ষণ স্বীকার কর্ব্ব, ততক্ষণ প্রকৃত শরণাগতি আস্‌বে না। আর যতক্ষণ নিজের বিদ্যা, নিজের বুদ্ধি, নিজের পুরুষকার, নিজের প্রতিভা এ সবের উপরে আস্থা থাকে, ততক্ষণ শরণাগতি আসে না।

পুরুষকার ও শরণাগতি

প্রশ্ন।—আপনি না পুরুষকারের প্রচারক ও কর্ম্মযোগের আদর্শ?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে বড় হবার পথ পুরুষকার, আর বৃহত্তম ব্রহ্মাণ্ডের দূরতমপ্রসারিণী দৃষ্টিতে সার্থক হবার পথ শরণাগতি। আত্মচেতনাহীন অবোধের আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার জন্য চাই পুরুষকারে জ্বলন্ত বিশ্বাস, আর আত্মার অস্তিত্বকে সার্থক করার জন্য চাই নিজ পুরুষকারকে তাঁর অভিপ্রায়ের চরণে বিনা সর্ত্তে সমর্পণ ক'রে দিয়ে সম্যক্ শরণাপন্ন হওয়া। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে মানুষের যে জগৎ, সে জগতে পুরুষকারকে অবহেলা করা অতীব বিপজ্জনক, কেন না এক জন আলস্য আশ্রয় কর্ল্লে অপর দশজন উদ্যমী পুরুষ নিজেদের বাহু-শৌর্য্যের প্রভাবে তার অন্ন কেড়ে নিয়ে যাবে। এইরূপ এক নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নির্ম্মম পৃথিবীতে "কুরু পৌরুষম্

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আত্মশক্ত্যা'ই হবে উপদেশ। কিন্তু এই বাহ্য জগতের বাহ্য সুখ-শান্তি, বাহ্য তৃপ্তি ও আস্বাদনের উপরেও আভ্যন্তর জগতের এক মোহন পরিতৃপ্তির আবেদন প্রত্যেকটী জীবকে আকর্ষণ কচ্ছে। সেই আবেদনের দাবী ঠেকান যায় না। একদিন না একদিন সেই দাবী জগতের প্রত্যেকটী জীবকে পূরণ কত্তে হবে। সেই দাবী আত্মসমর্পণের। নিজেকে নিঃশেষে ভগবচ্চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে প্রাণের ক্ষুধা, হৃদয়ের পিপাসা, অন্তরের লালসা ও চিত্তের সোহাগ-লোলুপতাকে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি দানের হচ্ছে সেই দাবী। নিজেকে তাঁর চরণে সমর্পণ ক'রে দিয়ে সেই দাবীর পূরণ হয়। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ",—এই মহাবাণী তারই আহ্বান-মন্ত্র।

সান্ধ্য উপাসনার পরে শ্রীশ্রীবাবামণি নানা স্থানে অনেকগুলি পত্র লিখিলেন। কয়েকখানার অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল।

দাতা ও কর্ম্মীর মধ্যে সংযোগ-সাধন

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত বলগোনা-নিবাসী জনৈক পত্র লেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"অফুরন্ত সমস্যা তোমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রত্যেকটার সমাধান করিবার দায়িত্ব তোমাদের নিজেদের,—

একথা মনে রাখিতে হইবে। রাজা আসিয়া তোমাদের অভাব দূর করিয়া দিবেন, এত অবসর বিংশ শতাব্দীর কোনও রাজার নাই। অতীত কালেও এইরূপ অবসর অতি অল্প রাজারই থাকিত। প্রজার হিতের উদ্দেশ্যেই যাঁহারা রাজ-সিংহাসনে বসিতেন, মোসাহেবের দল তাঁহাদেরও মস্তিষ্ক স্বল্প-সময়-মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাবে চর্ব্বণ করিয়া ফেলিত। ফলে যাঁহাদের ভিতরে ব্যক্তিগত সুখের তৃষ্ণা বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের লিপ্সা খুব প্রবল থাকিত না, তাঁহাদের দ্বারাও সমাজের সীমাবদ্ধ সেবাই হইত, ব্যাপক সেবা কিছুই হইতে পারিত না। দুইজন আর দশ জন প্রার্থীকে দানই একটা জাতির আমূল কুশল সম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কয়েকটী ব্যক্তির ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান হইল, আর দানের ফল সেই খানেই গিয়া সমাপ্ত হইল,—ইহাই দাঁড়াইত চরম এবং পরম প্রাপ্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে, সে ধনী হউক আর দরিদ্র হউক, দান করিতে প্রবুদ্ধ করা তোমাদের এক মহৎ কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই দানের ফল সমগ্র সমাজের স্তরে স্তরে পৌঁছা প্রয়োজন। কত কত মহৎ প্রতিষ্ঠান দেশে স্থাপিত হইতেছে, আর জনসাধারণের দানবুদ্ধির অভাব বশতঃ নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইবার বহু পূর্ব্বেই জলবুদ্বুদের মতন অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। এমন কথা বলা চলে না যে, ইহাদের সবগুলিই

অপদার্থ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত বা পরিচালিত হইতেছিল। প্রতিভা যে কখনও মাঠে মারা যায় না, একথা আমি তোমাদের শতবার শুনাইয়াছি। একনিষ্ঠার যে জয় অবশ্যম্ভাবী, এ-কথাও কতবার কহিয়াছি। কিন্তু পল্লীতে নগরে নানা প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়-বিলয়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে করিতে আরও একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এ দেশের জনসাধারণের দানকুণ্ঠা না থাকিলেও কোন্ দান সমাজের সর্ব্বস্তরে গিয়া পৌঁছিবে, সেই বিষয়ে বিচার করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি-বিবেচনার বড়ই অভাব। পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান রোদনপরায়ণ ভিক্ষুককে যে অর্থ দান করা হইল, আমি তাহার প্রতিবাদী হইতে চাহি না। কিন্তু একটী ব্যক্তিকে দানের ভিতর দিয়া শত ব্যক্তির অভাব-পূরণ কি ভাবে হইতে পারে, একদিনের দানের ভিতর দিয়া শত দিনের দানের দাবী মিটান কি ভাবে সম্ভব, এই বিষয়ে চিন্তা করিবার রুচি এ দেশের দাতার নাই। ফলে, সুযোগ্য দানের পাত্র অবহেলিত হয়, দান-সংগ্রহে পটু চালিয়াৎ ঝোল্না ভরিয়া অর্থ লইয়া যায়। এ দেশে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান গজাইয়াছে, যাহারা দান-সংগ্রহের জন্যই সমাজের সেবা করে এবং দান-সংগ্রহের কৌশল আবিষ্কারেই প্রতিভা ও শ্রমের মুখ্য অংশকে প্রয়োগ করে। ইহার আমি প্রতিবাদ না করিয়া পারিব না। কেননা, দানের ফল এই সকল ক্ষেত্রে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সুদূর-প্রসারী হয় না, হইতে পারে না। যে প্রতিষ্ঠান দুই দিন আগে বলিত, মুসলমানকে কিছুতেই হিন্দু করা চলে না, সেই প্রতিষ্ঠানই যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় একই রূপ থাকা সত্ত্বেও দুই দিন পরে মুসলমানকে হিন্দু করিবার জন্যই দলে দলে কর্ম্মীদের গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তোমাকে নিশ্চয়ই একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ যাঁহারা সৎপ্রতিষ্ঠানে চাঁদা দেন, তাঁহাদের মানসিক ভাব ও রুচির পরিবর্ত্তনের সহিত প্রতিষ্ঠানের এই পরিবর্ত্তনের কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা। আজ একজন দেশবন্দিত নেতার দুর্ল্লভ গুণাবলিকে দোষ বলিয়া প্রমাণিত করতঃ প্রাণপণে গালাগালি দিয়া কাল আবার পত্রিকা বেচিবার সুযোগ গ্রহণের জন্য তাঁহারই দোষগুলিকে গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করতঃ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, টিপ্পনী ও সমালোচনা প্রকাশ করিতে পত্রিকা-সম্পাদকদিগকে যেমন অনেক সময়ে দেখা যায়, ইহাও অনেকটা তদ্রূপ। দানের প্রবৃত্তি ত্যাগেরই প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে ইন্ধন দিয়া জ্বালাইয়া তোলা সমাজের প্রতি এক মহতী সেবা। যাঁহারা নিজেদের কার্য্য বা চিন্তা দ্বারা জন-সমাজের মনে এই প্রবৃত্তিকে জাগরিত করেন, তাঁহারা সমাজের অকৃত্রিম সেবক, তাঁহাদের নিকটে সমাজ প্রকৃতই ঋণী। কিন্তু কোন্ দান, কি ভাবের দান, কোন্ সময়ের দান যে সমাজের সর্ব্বস্তরে গিয়া পৌঁছিবে, একথা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বুঝাইবার লোকের আজ অত্যন্ত অভাব। রাজা, রাজবংশীয় বণিককুল বা রাজভৃত্যদের নিকট এই অভাবের পূরণ প্রত্যাশা করিও না। এ বুঝ পল্লীতে নগরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমাদিগকেই বুঝাইতে হইবে। উপযুক্ত স্থানে নিজেদের দান না পৌঁছাইয়া দেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ দাতারা যে প্রকৃত সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি কি ঘোর অবিচার করিতেছেন, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিবার দায়িত্ব তোমার নিজের। এ দেশে অর্থাভাবে জগদীশ বসুর আবিষ্কার ব্যর্থ হয়, এ দেশে অর্থাভাবে রবীন্দ্রনাথের শান্তি-নিকেতন দুদিন পরে পরে বানচাল হয়, কিন্তু দাতারও অভাব নাই, দান গ্রহীতারও অভাব নাই। কেহ অযোগ্যকে দান করিয়া দানশীলতার খ্যাতি কুড়াইতেছে, কেহ যোগ্যকে অবহেলা করিয়া নিজেকে একজন তেজস্বী ব্যক্তি বলিয়া তারিফ লইতেছে,—দেশের ক্ষুদ্র-বৃহৎ দাতাদের ভিতরে ইহাই সাধারণ ইতিবৃত্ত। তোমরা এই অবস্থার পরিবর্ত্তন কর। আমার ধাতের কর্ম্মীরা কোনও দাতার দানের ভরসা রাখে না। কিন্তু আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট শত শত কর্ম্মী রহিয়াছেন, যাঁহাদের নিকটে সময় মত দান গিয়া পৌঁছিলে সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সর্ব্ব-স্তরে কুশল পৌঁছিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। চতুর্দ্দিকের সবগুলি প্রতিষ্ঠান দেখ, চতুর্দ্দিকে একক বা সঙ্ঘবদ্ধ সবগুলি সমাজ-কর্ম্মীর খোঁজ-খবর লও এবং কাহার নিকটে দান পৌঁছিলে সমাজ প্রকৃতই

লাভবান্ হইবে, তাহা বিচক্ষণতার সহিত প্রণিধান করিয়া দাতৃত্ব-গুণে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বৃহৎ মহৎ অন্তঃকরণগুলিকে সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট কর। নিজে একটা প্রতিষ্ঠান না চালাইলে সমাজের সেবা করা যায় না, ইহা ঠিক্ নহে। নিজের পকেট হইতে দান না করিলে সমাজের সেবা করা যায় না, ইহাও ঠিক্ নহে। বরং আমিত্বের লড়াই বাঁধাইয়া দিয়াই লোকে সমাজের সেবাকে পণ্ড করে। সেবক-কর্ম্মী যদি না হও, বদান্য দাতা যদি না হও, তথাপি তুমি সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক হইতে পার, যদি প্রকৃত কর্ম্মীদের সহিত প্রকৃত দাতাদের সংযোগটুকু মাত্র ঘটাইয়া দিতে পার। বিবাহ-ব্যাপারে ঘটকের আবশ্যকতা আছে। ঘটকালি কার্য্যটা নিন্দনীয় নহে, যদি তাহার ভিতরে নিজের কোনও স্বার্থের ফিকির না থাকে। ইংরেজ রাজা আসিয়া তাঁহার ভারতীয় প্রজার হিতের জন্য বুক চিরিয়া রক্ত দিবেন, ইহা অসম্ভব না হইলেও, স্বাভাবিক নহে। এই ভরসায় বসিয়া থাকিয়া তোমরা সময় খোয়াইতে পার না। তোমাদের মধ্যেই কে কোথায় আছেন হৃদয়বান্ দাতা, আর তোমাদের মধ্যেই কে কোথায় আছেন কুণ্ঠাহীন কর্ম্মী, তাহা অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানের দ্বারা বাহির কর এবং একের সঙ্গে অপরের সংযোগ-সাধন কর। এ কার্য্য খুব তুচ্ছ কাজ নহে। সবাই দাতা হইতে পারে না, সবাই কর্ম্মীও হইতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মী ও

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

উদার দাতার মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের পবিত্র কার্য্য প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রতিবেশের দাবী অগ্রাহ্য না করিয়াই যথেষ্ট পরিমাণে সম্পাদন করিতে পারে।”

জ্ঞান-প্রসারের প্রয়োজনীয়তা

কলিকাতা ট্যাংরা-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

“জ্ঞানকে প্রসারিত করার অপেক্ষা বড় কাজ কিছু নাই। প্রকৃত জ্ঞানের প্রসার ত্যাগশক্তির উন্মেষ করে বলিয়াই ইহাকে শ্রেষ্ঠতম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। কে কত ভোগ করিতে শিখিল বা ভোগ করিতে পারিল, তাহার দ্বারা সভ্যতার উচ্চতা নির্দ্ধারিত হইবে না, যদিও ভোগের সর্ব্ববিধ উপকরণ হইতে অপর জাতি কর্ত্তৃক বঞ্চিত জাতিকেও সভ্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করা নিতান্তই অসঙ্গত। তোমরা কতখানি ত্যাগ করিতে পারিয়াছ বা শিখিয়াছ, তোমরা তোমাদের জাতিভুক্ত নরনারীগুলিকে পরস্পরের জন্য বা বিশ্ববাসীর জন্য কতখানি ত্যাগ করিতে প্রবুদ্ধ করিয়াছ বা করিতেছ, সভ্যতার মানদণ্ড বড় বা ছোট হইবে তাহার উপরে। অজ্ঞানের ত্যাগ-বুদ্ধি আসে না, অজ্ঞানের ত্যাগের স্ফুরণ নিতান্তই অসংস্কৃত ও নগণ্য অবস্থায়ই থাকে। এই কারণেই জ্ঞানের প্রসার সাধন তোমাদের মহত্তম কর্ত্তব্য।

সান্নিধ্যের শক্তি ও সাহিত্যের শক্তি

"কিন্তু একটী ব্যক্তি নিজের সান্নিধ্য ও দৃষ্টান্তের শক্তিতে অপরের ভিতরে যে জ্ঞান বা ত্যাগশক্তির প্রসার করিতে সমর্থ হন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাহা অপেক্ষা ব্যাপকতর সাফল্যের আশা করিতে পারেন। দৃষ্টান্তের শক্তি বা সান্নিধ্যের প্রভাব গভীরতর হয়, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু এক-স্থানিক গভীরতার সহিত সর্ব্বস্থানিক ব্যাপকতার সংযোগ ঘটিলে তাহা অপরিমেয় সুফল প্রসব করে। এই কারণেই ত্যাগীদের চিন্তা-সমূহকে সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়া দিবার জন্য সাহিত্যের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যে দেশে শতকরা ছয় জন লোকও নাম সহি করিতে জানে না, সে দেশে কথা কহিয়া, বহি পড়িয়া, গান, কথকতা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া সাহিত্যকে সকল অশিক্ষিত জন-মণ্ডলীর নিকটে নিয়া পৌঁছাইতে হইবে। এমন একদল ফেরীওয়ালা সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহারা কিতাবের ঝোলা ঘাড়ে করিয়া গ্রামে গ্রামে যাইবে, একজন অক্ষর-জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিকে একখানা বহি বেচিবে ত' দশজন নিরক্ষরকে সেই গ্রন্থের মর্ম্মকথা কহিয়া, গাহিয়া, বিলাইয়া, বুঝাইয়া আসিবে। আর, যাবতীয় সদ্‌গ্রন্থের এমন এক একটা সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন, যাহা ইচ্ছুক ব্যক্তি-মাত্রেই অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়া নিতে পারে।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ

"অবশ্য, একেবারে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের একটা উৎকৃষ্ট পন্থা এ দেশে ও বিদেশে অনেকে অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে একদিকে যেমন অবিরাম প্রভূত মূলধন পুনঃ পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন পড়ে, অপর দিকে তেমন বিনামূল্যে পাইবার ফলে না-পড়িয়াও অনেকে বহিখানা অনাদরে ফেলিয়া রাখে। দুদিন পরে, হয় তাহা ইঁদুরে কাটে, নয় উনান ধরাইবার প্রয়োজন মিটায়, নতুবা গৃহস্থিত শিশুর মলমূত্র নিক্ষেপণে ব্যবহৃত হয়। পয়সা দিয়া কিনিতে হইলে সামান্য হইলেও একটু দরদ থাকে, ফলে একেবারে অন্যায্য ভাবে অপচয়িত হইতে দিতে নিজের সুপ্ত প্রবৃত্তিই বাধা দেয়। এই কারণে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ না করিয়া অধিকাংশ সাধারণের ক্রয়শক্তির আয়ত্তের মধ্যে রাখিয়া মূল্য-নিরূপণ করতঃ গ্রন্থাদি প্রচার করা অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমি আমার গ্রন্থসমূহ সুপ্রচুর সংখ্যায় বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দেখিয়াছি। তাহার ফল যাহা গোচরে আসিয়াছে, তাহা হইতে কোনও সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই যে, বিনামূল্যে বিতরণ ভাল না মন্দ। ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন বিনামূল্যে বিতরিত হয়, শতকরা দুই একজন তাহা হয়ত পকেটে গুঁজিয়া রাখে, আর বাকী আটানব্বই জন পথে-পাওয়া বিজ্ঞাপন পথেই ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অনুগ্রহ

করিয়া পথিক যে দশ পা' বিশ পা' পথ পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপন খানা সঙ্গে রাখিয়া একটু নেক্‌নজর প্রদান করে, পণ্যজীবীর ব্যবসায় তাহাতেই যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি অর্জ্জন করে। কিন্তু গ্রন্থ সম্পর্কে তাহা নহে। যাহাকে বিনামূল্যে দিলাম, সে হয়ত পড়িলই না, কিন্তু তার এক বন্ধু ভ্রমক্রমে বা চুরি করিয়া বা চাহিয়া নিয়া বা জোর করিয়া কাড়িয়া দুই চারি পাঁচ শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গেল, আর সেখানে একজন অসম্পর্কিত ব্যক্তি নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ভাবে গ্রন্থের সংশ্রবে আসিয়া জীবনের ভাঁটার টানের মাঝখানে সহসা এক অপ্রত্যাশিত জোয়ারের অনুভূতি পাইয়া বসিল। এরূপ দৃষ্টান্ত আমি দেখিয়াছি। আমার এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'কর্ম্মের পথে' কত স্থানে কত জীবনের উপরে কিরূপ অভাবনীয় প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছে, আমার এক সামান্য গ্রন্থ 'সংযম-সাধনা' কত স্থানে কত যুবকের জীবনে নূতন আলোক নিঃক্ষেপ করিয়াছে, তাহা অবগত হইয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। এই জন্যই ব্যক্তি নির্ব্বাচন সম্পর্কে একটু লাগাম কষিয়া ধরিয়া সদ্‌গ্রন্থের বিনামূল্যে বিপুল প্রচার আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। কিন্তু তদ্রূপ অনুষ্ঠানের অনুকূল আর্থিক সুযোগ আমি কখনও প্রাপ্ত হই নাই এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে আমার প্রদত্ত বিনামূল্যের পুস্তকে কোনও বাড়ীর বালক-বালিকারা খাগের কলমে ক-খ-গ-ঘ মক্স করিতেছে, কোনও বাড়ীর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গৃহিণী বা গ্রন্থখানা বাঁকা করিয়া ধরিয়া তাহাতে শস্তু গোয়ালার দৈনিক দুধের হিসাব রক্ষা করিতেছে। সুতরাং দুই দিকেই যুক্তির জোর সমান দেখিয়া আমি কোনও নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বিরত হইয়াছি।

বিনামূল্যে সদ্‌গ্রন্থ বিতরণের পদ্ধতি

"তবে এমন অর্থবান্ সাত্ত্বিক ব্যক্তি যদি পাই, যিনি সংসাহিত্য বিনামূল্যে বিতরণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, তাহা হইলে যাহাতে অপাত্রে এই দান না পড়ে, সেই জন্য সমগ্র দেশ ভ্রমণ করিয়া বিতরণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া দিয়া আসিতে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আর্থিক মূল্য গ্রহণ না করিলেও গ্রন্থগুলির বিতরণকে একেবারে সর্ত্তহীন করিলে চলিবে না। যেমন আমি কল্পনা করিতেছি যে, এক একটা গ্রাম্য বা নাগরিক কেন্দ্রে যাইয়া সমবেত উপাসনার স্তোত্র-কীর্ত্তনের সুর-শিক্ষা দানের এক একটা ব্যবস্থা করিব বা করাইব এবং প্রকাশ্য সভার শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উৎকর্ষকে প্রতিযোগিতা দ্বারা যাচাই করিব বা করাইব। * যে-কেহ প্রতিযোগিতায় যোগ দিবে,

* শ্রীশ্রীবাবামণির অর্থব্যয়ে এইরূপ অনুষ্ঠান পরবর্ত্তী-কালে কয়েকস্থানে করা হইয়াছে।

শিক্ষা তাহার উৎকৃষ্ট হউক কি নিকৃষ্ট হউক, তাহাকেই একখানা গ্রন্থ উপহারস্বরূপে প্রদত্ত হইবে। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা শিক্ষা-গ্রহণে শীর্ষস্থানীয় পটুত্ব প্রদর্শন করিবে, তাহাদের জন্য গ্রন্থের সংখ্যা অধিক থাকিবে। কিন্তু একজন প্রতিযোগীকেও অন্ততঃ একখানা গ্রন্থ পাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। অথবা ধর, পত্রিকায় পত্রিকায় প্রচার করিয়া দিলাম যে, একশত জন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বা শ্রেষ্ঠ ভারতীয়ের নাম এবং ঠিকানার তালিকা দিতে হইবে। যে-কেহ এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিবে, তাহাকেই একখানা করিয়া সদ্‌গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইবে। তবে, যাহাদের তালিকায় নাম-নির্ব্বাচনে বিশেষ যোগ্যতা পরিদৃষ্ট হইবে, তদ্রূপ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানাধিকারী কৃতী বালক বালিকাকে বিশেষ পুরস্কার-স্বরূপে অনেকগুলি গ্রন্থ একসঙ্গে দেওয়া হইবে। † এইরূপ ব্যবস্থার নানা সময়ে নানা-রূপ প্রতিযোগিতার আহ্বান করিয়া সদ্‌গ্রন্থ বিতরণের আয়োজনকে আমি একেবারে অমনি দিয়া দেওয়ার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি। শুধু এই কার্য্যের জন্যই যদি কোনও প্রতিষ্ঠান স্থাপিত

† বিভিন্ন সময়ে উপর্য্যুপরি চারিটী ধারাবাহিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীশ্রীবাবামণি নিজ ব্যয়ে এ ভাবে বহু গ্রন্থ পরবর্ত্তী কালে বিতরণ করিয়াছেন।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হয় এবং বিনামূল্যে বিতরণের নানা সুসঙ্গত কৌশল-সমূহ উদ্ভাবনের জন্য দুই একজন মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি নিজেদের সমগ্র শক্তি ও প্রতিভাকে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে এই একটা পন্থার ভিতর দিয়াই উৎসুক হৃদয়ে উপর্য্যুপরি সদ্‌ভাব বিতরণের একটা মহান্ যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হইতে পারে। করিবার কাজ তোমাদের অনেক আছে, করিবার লোকই দুনিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না।

গ্রন্থ-প্রকাশে আভিজাত্য

"এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা অবশ্য স্বীকার করিব যে, বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে গ্রন্থাদি বিতরণ করিতে হইলে তাহার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতি সম্পর্কে কার্পণ্য অবলম্বন করিতে হয়। তাহাতে এক শ্রেণীর লোকের ভিতরে উৎকৃষ্ট গ্রন্থেরও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যায়। মানুষ বিলাস-ব্যসনে যেরূপ অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকে, গ্রন্থ-ক্রয়ে তদ্রূপ নহে। এই হিসাবে গ্রন্থ সমূহ সস্তা করাই উচিত। কিন্তু বিলাস-ব্যসনে যদি কেহ বেপরোয়া হইতে পারে, গ্রন্থ-সংগ্রহেও তাহাকে তদ্রূপ হইতে বাধ্য করিতে হইবে। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই প্রভৃতির ভিতরে অপরিমিত ব্যয়ের ফলে এক শ্রেণীর লোক নিজেদের মজ্জাগত বিলাস-ব্যসনের অভ্যাসের

দায়েই তাহা কিনিবে। দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইতেছি। কবি চিত্তরঞ্জন দাসের 'সাগর-সঙ্গীত' উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরু আর্ট পেপারে অপূর্ব্ব মুদ্রণ-সৌষ্ঠবের মধ্য দিয়া পাতায় পাতায় সমুদ্র-তরঙ্গের নানা বিচিত্র ভঙ্গিমার চিত্র-মাধুরীর উপরে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে কালিতে সুদৃশ্য অক্ষরে প্রকাশিত না হইলে, বটতলার ছাপান সাধারণ কাগজের পুঁথি আমি-তুমি নিশ্চয়ই কিনিয়া পড়িতাম, ব্যারিষ্টোক্র্যাসির দল সহজে পড়িত না। অভিজাতেরা অভিজাত বলিয়াই তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে পারি না, আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা তাহাদের নিকটেও পৌঁছাইতে হইবে। এই দৃষ্টিতে বিষয়টী দেখিলে গ্রন্থ-প্রকাশের ভিতরে আভিজাত্য-প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন উপলব্ধ হইবে। তবে একথাও সত্য যে, জগতে সাধারণ লোকই অধিক, অভিজাত আর কয় জন?"

সৎকার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা

নোয়াখালী-বাবুপুর-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"যে সৎকার্য্যই কর, সাম্প্রদায়িক ধূয়া তাহাতে তুলিও না। সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক ধূয়া তুলিয়া সৎকার্য্য সুরু করিলে দেখিবে লক্ষ্য অপেক্ষা উপলক্ষ্য বৃহত্তর হইয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দাঁড়াইবে। হিন্দু নারীর লাঞ্ছনা দেখিয়া যদি নারীরক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে মুসলমান নারীর লাঞ্ছনা দমনের জন্যও সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। হিন্দু রমণী যদি তোমার মা হইয়া থাকেন, মুসলমান রমণীও তদ্রূপ তোমারই মা। পৃথিবীর সর্ব্বজাতির সর্ব্ববর্ণের রমণী তোমার মা। সুতরাং নারীরক্ষা তোমার ব্রত হইলে সর্ব্ব-জাতির সর্ব্ববর্ণের নারীকেই রক্ষার জন্য অন্তরকে প্রবুদ্ধ রাখিতে হইবে। 'বাঙ্গালীর অন্ন মাড়োয়ারী লুটিয়া লইয়া গেল, সুতরাং এস বাঙ্গালী, বাণিজ্য ধর',—ইহা তোমার যুদ্ধধ্বনি হইবে না। তোমাকে বলিতে হইবে,—'বাণিজ্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া বাঙ্গালী দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর হইয়া যাইতেছে, সুতরাং এস বাঙ্গালী, বাণিজ্য ধর।' অপর সম্প্রদায় বা অপর প্রদেশবাসীরা সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক কুবুদ্ধির অধীন হইয়া যাহাই করুক না কেন, তুমি তোমার নিজ সম্প্রদায়কে বাঁচাইতে গিয়াও সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে শির পাতিয়া দিও না, তুমি তোমার নিজ প্রদেশকে রক্ষা করিতে গিয়াও প্রাদেশিকতার হলাহল পান করিও না। মানুষ-রূপে বাঁচিয়া থাকিবে, নারীরক্ষা তাহারই জন্য করিতে; মানুষ-রূপে জগতে বিচরণ করিবে, নিজ প্রদেশবাসীর অভাব-অভিযোগের প্রতি এই জন্যই প্রথম কর্ত্তব্য পালিতে যাইতেছ। কিন্তু জগতের সকল সম্প্রদায় ও সকল প্রদেশবাসী তোমারই

একান্ত আপন মানুষ-ভাই। দস্যুকে শাসন, বাট্‌পারকে দমন মানুষ হিসাবেই তোমার কর্ত্তব্য,—কোনও সম্প্রদায়-বিশেষ বা কোনও প্রদেশবাসী-বিশেষের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে আমদানী করিয়া সেখানে তুমি তোমার মনুষ্যত্বের পর্য্যায়কে অবনত করিতে পার না। একদা জগতের সকল মানুষ এক হইবে, আজিকার শত সহস্র ভেদবিচ্ছেদের দুর্নিবার ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়াও সকল জাতির, সকল বর্ণের, সকল দেশ বা প্রদেশবাসীর একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই মহান্, সেই সুন্দর, সেই শান্তিময়, সেই তৃপ্তিভরা ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া তোমরা প্রত্যেকটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর। আততায়ীর নিকটে নত হইতে বলি না, অত্যাচারীকে মার্জ্জনা করিতে কহি না, মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার কর, তাহার সম্প্রদায় বা প্রদেশ দিয়া তাহাকে বিচার করিও না। দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারাও আজ অন্ধ। কিন্তু তোমরা অন্ধ হইও না।"

শ্রীহট্ট

২৫শে পৌষ, ১৩৪১

আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মযোগ

জনৈক প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঈশ্বরে সম্যক্ আত্মসমর্পণই আপনাদের উপদেশ। অথচ লোককে কর্ম্ম-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধনায়ও অবিরাম প্রবর্ত্তনা দিচ্ছেন। এই দুইটীর ভিতরে সামঞ্জস্য কোথায়?

শ্রীশ্রীবাবামণি বলিলেন,—আত্মসমর্পণ অন্তরের ধর্ম্ম। আত্মসমর্পণ প্রাণের সাধনা। কর্ম্মযোগ জড়কে চৈতন্য-মুখী করার চেষ্টা। আত্ম-সমর্পণ লক্ষ্য, কর্ম্মযোগ পথ, কর্ম্ম হচ্ছে পাথেয়।

কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ

প্রশ্ন।—কর্ম্মে ও কর্ম্মযোগে তফাৎ কি?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—দৈহিক, বাচিক বা মানসিক চেষ্টামাত্রেরই নাম কর্ম্ম। কর্ম্মকে ঈশ্বরাভিপ্রায়ের অনুগত করার চেষ্টার নাম কর্ম্মযোগ। কর্ম্মের প্রতিফল আছে, কর্ম্মযোগে প্রতিফল নাই। কর্ম্মের প্রতিফল কর্ম্মীকে আশ্রয় করে, কর্ম্মযোগের চূড়ান্ত ফল কর্ম্মীর একান্ত আশ্রয়স্থল শ্রীভগবানকে আশ্রয় করে। কর্ম্মীর বন্ধন আছে, কর্ম্মযোগী বন্ধনমুক্ত। কর্ম্মী কর্ম্ম করে আর তার ফল চায়, কর্ম্মযোগী কর্ম্ম করে কিন্তু ফলে উপেক্ষা করে।

সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম

প্রশ্ন।—কর্ম্ম কর্‌ব অথচ ফল পাব না বা ফল চাইব না, এটা আবার কি রকম উপদেশ?

শ্রীশ্রীবাবামণি।—ফল চাইলেই যে সব সময়ে পাওয়া যায়, তা ত' নয়। এক রকম ফল চাও, অন্য রকম পাও, এরূপও অহরহ ঘটছে। তার কারণ এই যে, ফলের দাতা তুমি নও। তাই কর্ম্মের ফলের দিকে লালায়িত না হ'য়ে যিনি সকল কর্ম্মের ফল দানের একমাত্র অধিকারী এবং যিনি ইচ্ছামাত্র যে-কারো কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন, নিজেকে তাঁর পবিত্র অভিসন্ধির সম্পূর্ণ রূপে অধীন ক'রে, নিজের সমগ্র জাগৃতি, চৈতন্য ও শক্তিকে তাঁর অভিপ্রায় পূরণের দিকে নিয়োজিত ক'রে নিষ্কাম ভাবে কাজ ক'রে যাওয়া শান্তি-জনক, তৃপ্তি-দায়ক এবং আত্ম-প্রসাদবর্দ্ধক।

নিষ্কাম কর্ম্ম ও দেশের সেবা

প্রশ্ন।—কারো হয়ত উদ্দেশ্য দেশের সেবা। তিনি নিষ্কাম কর্ম্ম কত্তে গেলে যে দেশের স্বার্থ বিপন্ন হবে।

শ্রীশ্রীবাবামণি।—স্থূল দৃষ্টিতে দেখ্‌তে গেলে সেই রকমই মনে হবে বৈ কি। কিন্তু দেশের সেবা কত্তে চাইলেই যে তোমার সেবা দেশের কাছে গিয়ে পৌঁছুবে, তার স্থিরতা কি? রুগ্ন মায়ের শুশ্রূষা কত্তে ব'সে অনেক পুত্র মায়ের দ্রুত মৃত্যুরও সহায়তা করে। তাই যাতে তোমার প্রত্যেকটী কাজ নির্ভুল হয়, এজন্য কর্ত্তব্য-বিস্মরণ-শীল মনকে অবিস্মরণীয় সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানে লগ্ন ক'রে তাঁর ইচ্ছাধীনে কাজ কত্তে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

প্রবৃত্ত করাতে হয়। এতে জীবনের ভ্রম এবং অন্তরের দ্বন্দ্ব কমে যায়।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীবাবামণি নানা স্থানে যে সকল পত্র লিখিলেন, তাহার কয়েকখানার অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শাসন ও প্রতিহিংসা

সাম্প্রদায়িক অত্যাচারে পরিপূর্ণ কোনও এক অঞ্চল-নিবাসী জনৈক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"শাসন এবং প্রতিহিংসা এক কথা নহে। কাহাকেও তুমি শাস্তি দিবে বলিলে বুঝা যায় যে, তাহাকে তাহার পক্ষে অপ্রিয় কোনও অবস্থার অধীনে আনিয়া তাহার চরিত্র-সংশোধনের তুমি চেষ্টা করিবে। শাসনের সুফল তাহার উপরে পড়ুক, ইহাই এ স্থলে লক্ষ্য। সে শাসিত হইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা সমাজের ক্ষতি সাধন করিবে না, ইহাই শাস্তিদানের তাৎপর্য্য, তাহাকে পীড়া-প্রদান করা উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু পীড়া না পাইলে সে কুপথ ছাড়িবে বলিয়া বিশ্বাসের হেতু পাওয়া যাইতেছে না; তাই নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহাকে পীড়ার অধীন করিতে হইতেছে। পীড়া প্রদানে তোমার একান্তই অনভিলাষ, তোমার

প্রকৃত ইচ্ছা তাহাকে সংশোধিত করা। সে সংশোধিত হইলে সমাজের অহিত নিবারিত হইবে, সমাজের কুশল বর্দ্ধিত হইবে, একজন দুর্বৃত্তের জীবন সজ্জনের জীবনে রূপান্তর পাইবে, প্রতিবেশীদের সে বিভীষিকা না হইয়া বান্ধব হইবে, দেশ ও সমাজ তাহার উপস্থিতির দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া হয়ত লাভবান্ হইবে। কিন্তু প্রতিহিংসার প্রকৃতি তাহা নহে। অবাঞ্ছিত অবস্থায় অধীনতা তাহার মনে কত ক্লেশ বা কত বেদনা জন্মাইল, প্রতিহিংসা-কামীর তাহাই থাকে লক্ষ্য। তোমার বা সমাজের হয়ত ইহাতে কোনও লাভই আসিবে না, কিন্তু সে যে কষ্ট পাইল, ইহাতেই তাহার আনন্দ। প্রতিহিংসার ইহাই প্রকৃতি। অন্যায় দেখিলে শাসন করিয়া তাহা সংশোধনের প্রয়াস পাইও, কিন্তু প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইও না। অন্যায় দেখিয়া যে প্রতিকার করে না, সে ক্লীব। অন্যায়ের প্রতিষেধ-পন্থা যে নির্ম্মাণ করে না, সে অদূরদর্শী। প্রতীকার বা প্রতিষেধই প্রয়োজন, প্রতিহিংসা নহে। কিন্তু অবিবেচক ও দুর্ব্বল ব্যক্তি কখনও অন্যায়ের প্রতিষেধ বা প্রতীকার করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য জ্ঞান-সঞ্চয় এবং বলসঞ্চয় তোমার প্রয়োজন হইবে। সঙ্ঘবদ্ধ অনাচারের প্রতীকার সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যম দিয়া করিতে হইবে, অনেক সময়ে ব্যক্তিগত অনাচারের প্রতীকারেও সঙ্ঘশক্তির প্রয়োজন হইবে। কোনও একটী ব্যক্তিবিশেষের কৃত অন্যায়,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অনাচার, জুলুম বা অত্যাচারকে যখন তাহার সম্প্রদায়ের সকল লোকেরা প্রকাশ্যে ও পরোক্ষে সমর্থন প্রদান করে, তখন তাহার প্রতীকার বা প্রতিষেধে একার শক্তি নিতান্তই ব্যর্থ হইতে বাধ্য। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, করিতে হইবে প্রতীকার, প্রতিশোধ তুলিবার প্রয়োজন নাই। প্রতীকার-প্রবৃত্তি তোমাকে ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ করিবে, প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি তোমাকে দানবে পরিণত করিবে, তোমাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবে, তোমার ভিতরে পশুত্বের জাগরণ ঘটাইবে। পশু একবার জাগিলে সমাজের গুরুতর অনিষ্ট না করিয়া কখনও নিদ্রিত হয় না।

ভিতরের পশু

"ভিতরের পশুটাকে ধ্বংস করিবার জন্য মানুষ আদিম যুগ হইতে সুরু করিয়া অফুরন্ত পরিশ্রম করিয়াছে। ব্যক্তিগত ভাবে ইহা কাহারও কাহারও জীবনে সত্যই সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপক ভাবে প্রত্যেকটী মানুষের জীবনে ইহা সম্ভব হয় নাই বলিয়া সমাজের গঠন-তন্ত্রের মধ্যে নানা বিধি-নিষেধের বেষ্টনী রচনা করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভিতরের পশুটাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবার বা নিদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু যখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি এক সম্প্রদায়ের লোক কর্ত্তৃক অপর সম্প্রদায়ের লোকের উপরে পাশব

আচরণের প্ররোচনা বা সমর্থন প্রদান করে, তখন নিদ্রিত পশুর হঠ-জাগ্রত হিংস্র মূর্ত্তি দেখিলে কাহার না হৃৎকম্প হইবে? কোনও নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তা বলিয়াই সেই সম্প্রদায়ের নারীরা অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের ধর্ষণযোগ্যা, একথা পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও সম্প্রদায়ের নীতিশাস্ত্রে বা ধর্ম্মগ্রন্থে লেখে না। কিন্তু তথাপি ইহাই যদি স্থান-বিশেষে কোনও সম্প্রদায়ের লোকদের বদ্ধমূল ধারণা বলিয়া তাহাদের আচরণের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ প্রমাণিত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, সেই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকের গোপন সমর্থন ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। এই গোপন সমর্থনের প্রকৃত কারণ কি, তাহা তোমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। একটী মানুষের পাশব আচরণ তাহার সম্প্রদায়ের অপর দশটী মানুষ কেন প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিবে, কি ইহার উদ্দেশ্য, কোথায় ইহার মূল, তাহা তোমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পাঞ্জাবের কোন পল্লী হইতে একটী শিখ রমণীকে মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছিল বলিয়া গল্প শুনিয়াছিলাম। অপর এক পল্লী হইতে ত্রিশটী মুসলমান রমণীকে কাড়িয়া আনিয়া নাকি শিখেরা ইহার জবাব দিয়াছিল। ইহা ভাল করিয়াছিল, না মন্দ করিয়াছিল, তাহা তুমি চিন্তা করিয়া দেখিও। আরও চিন্তা করিয়া দেখিও যে, এক পশুর জাগরণকে উপলক্ষ্য

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়া শত পশুর জাগরণের ইহা হেতু হইল কিনা। এক জনের নারী অপর কেহ কৌশলে বা বলপূর্ব্বক অপহরণ করিতে আসিলে তাহার প্রতিরোধে যে পাপ নাই, ইহার প্রমাণ শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা আক্রমণ, ইহার প্রমাণ মেনেলেয়াসের ট্রয় অবরোধ। কিন্তু রামচন্দ্র লঙ্কার নারীদিগকে কাড়িয়া আনেন নাই, মেনেলেয়াস হেলেনকে উদ্ধার করিয়াই খুশী হইয়াছিলেন। অবরুদ্ধ নগরীর রমণীরা দলে দলে বস্ত্রাঞ্চলাকৃষ্টা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পিতৃগৃহ, পতিগৃহ, শ্বশুরের ভিটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় নাই। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করিয়াছিল, ভীমসেন তাহাকে ক্ষমা করেন নাই, কিন্তু তজ্জন্য আবার দুর্য্যোধনের অন্তঃপুরিকা কুলবতী সতীগণের কেশাকর্ষণ করিয়া পাশবিকতার প্রত্যুত্তর পাশবিকতা দ্বারা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন নাই, তদ্রূপ ইচ্ছা করেন নাই, তদ্রূপ চিন্তা পর্য্যন্ত করেন নাই। তোমরা রামচন্দ্র বা ভীমসেনের ন্যায় শৌর্য্যসম্পন্ন হও, কিন্তু পশু হইও না। অন্যায়ের প্রতীকার করিতে যাইয়াও ভিতরের পশুটাকে শাসনে রাখিও।

নারী-হরণ ও দস্যু

"মহাভারতে নিশ্চয়ই পড়িয়াছ যে, শ্রীকৃষ্ণের দেহাবসানের সংবাদ পাইয়া মহাবীর অর্জ্জুন দ্বারকায়

গিয়াছিলেন। দেখিলেন, আত্মকলহে রত হইয়া যদুকুল ধ্বংসে হইয়া গিয়াছে। পতিপুত্রহীনা অনাথা রমণীগণকে হস্তিনাপুরে আনয়নের জন্য তিনি পঞ্চনদ দেশের মধ্য দিয়া যখন সকলকে লইয়া আসিতেছেন, দস্যুরা ধন-রত্ন ও রমণীর লোভে সকলকে আক্রমণ করিল। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানে মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীবকে সহজে আয়ত্তে আনিতে পারিলেন না, দিব্যাস্ত্র-সমূহ তাঁহার বিস্মরণ হইতে লাগিল, অক্ষয় তূণীরে অস্ত্রের অভাব হইল। তথাপি তিনি প্রাণপণ লড়িলেন। কিন্তু দস্যুগণ সৈন্যমণ্ডলীসহকৃত অর্জ্জুনের সমক্ষেই অবলাগণকে অপহরণ করিতে লাগিল এবং কোনও কোনও রমণী ইচ্ছাপূর্ব্বক দস্যুদের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তোমার পল্লীতে যখন নারীকে কাড়িয়া লইতে দস্যু আসে, তখন তাহার প্রতিরোধের জন্য তুমি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া উদ্যত-শস্ত্র হইলে, এ কথাটার তাৎপর্য্য বেশ বুঝি। কিন্তু তোমার পল্লীর নারী যখন স্বেচ্ছায় দস্যুর সঙ্গে চলিয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সমস্যাটার অধ্যয়ন কিরূপে করিবে? তখন সমস্যাটার সমাধানই বা কোন্ পথে হইবে? তোমাদের নারী তোমাদের গৃহে তোমাদের সমাজে তোমাদের সংস্পর্শে থাকিতে চাহে না, লোকলাজ ও অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া দস্যুগৃহেই গিয়া থাকিতে চাহে, দস্যু-পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া জীবন কাটাইতে

চাহে, সেখানকার অনিশ্চিত অবস্থা ও অজানিত ব্যবস্থার সহিতই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে চাহে,—ইহার দায়িত্ব কি শুধু দস্যুর? তোমার নারী অপরের গৃহে যাইতে চাহে কেন, ইহার কোনও জবাব পাওয়ার কি প্রয়োজন হইবে না? তোমাকে কি নিজের নিকটে নিজের কৈফিয়ৎ উপস্থাপিত করিতে হইবে না যে, তোমার গৃহে, তোমার সমাজে, তোমার আচারে, তোমার ব্যবহারে কোথায় কোন্ অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে, যাহার দরুণ অবলা রমণীর এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি আসে? এই বিষয়ে সত্য, সরল, অকপট কৈফিয়ৎ তোমাদিগকে নিজের নিকটে দাখিল করিতে হইবে। দস্যুর অনাচার নিবারণ করিবে, ইহা উত্তম প্রস্তাব, এই প্রস্তাবকে শুধু প্রস্তাবমাত্রে না রাখিয়া কাজে পরিণতও করিতে হইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিহিতও তোমাদিগকে করিতে হইবে যাহাতে গৃহের কন্যা, গৃহের ভগ্নী, গৃহের বধূ গৃহ ছাড়িয়া অপযশের পথে চলিবার জঘন্য রুচি, অবাধ নির্লজ্জতা ও উদ্দাম সাহস সঞ্চয় করিতে না চাহে অর্থাৎ এক হস্তে যদি দস্যু-দমন কর, তবে অপর হস্তে তোমার গৃহের অসংখ্য ত্রুটীরও সংশোধন করিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি

"তাহা হইলেই দেখিবে, বিষয়টা নিতান্তই সাম্প্রদায়িক

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

না হইয়া সংস্কৃতিগত হইয়া দাঁড়ায়। অপরে যে তোমার সম্প্রদায়ের উপরে অন্যায় আচরণ করে, তাহাতে তাহার প্রচুর অপরাধ থাকিলেও এইরূপ আচরণ করিবার পথ যে তুমি খোলা রাখিয়াছ, তাহার ভিতরে আবার তোমারও বিরাট অপরাধ রহিয়াছে। তাহার অপরাধের শাসন তুমি করিবে বলিয়াই তোমার অপরাধের সংশোধন তুমি করিবে না, ইহা হইতে পারে না। তোমার অপরাধের মূল তোমার সংস্কৃতির মধ্যে রহিয়াছে। নির্ম্মম অনুসন্ধানের দ্বারা নিজের সংস্কৃতিকে যাচাই কর এবং জীবন-সংগ্রামে সবলতা-বর্দ্ধনের জন্য যেখানে যাহা পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন, সরল মনে সাহসিক অন্তঃকরণে তাহার প্রবর্ত্তন কর। সতীত্বকে তোমরা অত্যধিক মূল্যবান্ মনে করিয়াছ, ইহা তোমাদের সংস্কৃতির এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। কিন্তু পান হইতে চুন খসিলেই সতীত্ব চলিয়া যায়, ইহাও কোন কাজের কথা নহে। সতী রমণীকে অসি হস্তে রণক্ষেত্রেও নামিতে হয়, দুর্গাবতী, লক্ষ্মীবাঈ তাহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। রণ-চণ্ডিকা প্রণয়-প্রার্থী শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-শির করিয়াছিলেন। সতী রমণীকে একমাত্র গৃহের কোণে আবদ্ধ রাখিয়াই তোমরা তাহার সতীত্বের সম্মান অটুট রাখিতে চাহ, কর্ম্মক্ষেত্রে অবাধ বিক্রমে বিচরণ করিয়া দনুজ-

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দলনীর মূর্ত্তি ধারণ করিতে তোমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাদের কোনও উৎসাহ প্রদান কর নাই। প্রবঞ্চক চোর কণ্ঠহার ধরিয়া টান মারিলে, তাহার হাত হইতে সেই হার কাড়িয়া আনিবার চেষ্টা করা তোমাদের সতীত্বের ধারণার বিরোধী হয়। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করিয়া ট্রেণে উঠিলে তোমাদের রমণীদের সতীত্ব যায়। সতীত্ব সম্পর্কে এইরূপ খেলো ধারণার তোমাদিগকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সতীত্ব কাচ-পাত্রের ন্যায় ঠুনকো জিনিষ নহে। সতী রমণী আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীর সহিত সাহস করিয়া ধস্তাধস্তি করিলে তোমরা তাহাকে পুষ্পমুকুটে সম্বর্দ্ধনা না করিয়া পাপস্পর্শজনিত পাতিত্যের হেতু দেখাইয়া কুলের বাহির করিয়া দাও। তোমাদের এই সকল ধারণার এবং বিধানের পরিবর্ত্তন কর।

নারীর স্বাধীনতা ও বল-সঞ্চয়

"অবশ্য, স্বীকার করিব যে, সহর অঞ্চলে মেয়েদের ভিতরে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিবার প্রথা ক্রমশঃ ব্যাপকতর হইতেছে। কিন্তু তাহাদের সাহস বাড়িবার ব্যবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে করিতেছ কি? তাহাদের বাহুতে বলবর্দ্ধনের আয়োজনও সঙ্গে সঙ্গে হইতেছে ত'? সহরের কয়টা পাড়ায় মেয়েদের বাহুবল অনুশীলনের কেন্দ্র তোমরা স্থাপন করিয়াছ?

কয়জন মহিলাকে সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মেয়েদেরই ভিতরে সাহস, বল, ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব, প্রভৃতির উন্মেষ-সাধনে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছ? বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইতেছে,—'নারী স্বাধীন হও',—কিন্তু এই স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করিবার শক্তি অর্জ্জনে উৎসাহ কে, কোথায়, কি ভাবে, কি পরিমাণ প্রদান করিতেছে? আমিও একজন বক্তা। মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়া দুই, পাঁচ, দশ হাজার লোককে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্রমুগ্ধবৎ আটক করিয়া রাখি। কিন্তু বক্তৃতার পরে কাজ আরম্ভ হয় কোথায়? বক্তাকে সবাই প্রশংসা করিতে করিতে ঘরে ফিরিল, ব্যস, খতম্। আর কাহারও কিছু করিবার নাই। প্রত্যেকটী নারীর বাহুতে শক্তি দাও, প্রত্যেকটী নারীর বক্ষে সাহস দাও, প্রত্যেকটী নারীর মস্তিষ্কে জ্ঞান পৌঁছাও। ইহা তোমাদের সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। অপর সম্প্রদায়ের চিত্তে উদ্বেগ এবং বিদ্বেষ সৃষ্টির তিক্ত চেষ্টা অপেক্ষা, এই কার্য্য অধিকতর প্রয়োজনীয়, অধিকতর বরণীয়। শ্রেষ্ঠ কাজ ফেলিয়া রাখিয়া তোমরা নিকৃষ্ট কাজে কেন রত হইবে?

বিশ্ব-পরিবার

"কাপুরুষও হইও না, বীরত্বের বহ্বাড়ম্বরও করিও না। কাপুরুষত্ব অস্তিত্ব-নাশক, আড়ম্বর কার্য্য-হানি-জনক। জগতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কেহ তোমার শত্রু আছে, এই ভাব অন্তরে রাখিও না। ধার্ম্মিক বা পাষণ্ড, ন্যায়নিষ্ঠ বা দুর্ব্বৃত্ত, স্বধর্ম্মাচারী বা পরধর্ম্মী সকলেই তোমার ভ্রাতা। দুর্ব্বৃত্ত ভ্রাতাকে সৎপথে আনিবার জন্য সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেই মনোবৃত্তি নিয়া চলে, তোমরাও তদ্রূপ চলিও। বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ জগতে নূতন বিদ্বেষের সৃষ্টি করিও না। তোমার শাসন তোমার প্রেমের বাহু প্রসারণেরই জন্য, এই কথা একটী মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইও না। কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গণনা করিও না, বিশ্বের সকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া নব সভ্যতার যে মহাপরিবার ক্রমশঃ আবির্ভূত হউক বলিয়া আমরা অনুদিন অনুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া যাইতেছি, তাহারই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে জ্ঞান করিও। ইহা তোমার অন্তর হইতে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিকে দূরীভূত করিবে।"

গুরুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা

অপর এক পত্রলেখকের পত্রের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবামণি লিখিলেন,—

"সংসার জটিল স্থান, ইহাতে সন্দেহ নাই। সংসারের কুটিলতারও অন্ত নাই। কিন্তু সেজন্য আমি কোনও যুক্তিতেই তোমাকে পিতা, মাতা এবং অপরাপর গুরুজনের প্রতি

অকৃতজ্ঞ হইতে দিতে পারি না। যখন তুমি ছোটটী ছিলে, কে তোমাকে লালন, পালন, পোষণ ও তোষণ করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন? কে তাঁহার সাধ্যের অতীত শ্রম ও অর্থ দিয়া তোমাকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান্, কার্য্যক্ষম ও উপার্জ্জনশীল করিয়া তুলিতে যত্ন নিয়াছেন? জীবনের ক্রমোন্নতির ধাপে ধাপে কে আসিয়া তোমার দ্রুত অভ্যুদয়ে সহায়তা করিয়াছেন? এ সকল চিন্তা করিয়া দেখ। ইঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইবার তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা তোমাকে বড় করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ তোমাকে আমৃত্যু স্বীকার করিতে হইবে এবং যদিও সেই ঋণ অপরিশোধ্য, তথাপি তাহা পরিশোধের চেষ্টা পাইতে হইবে। অনেক টাকা দেনা বলিয়া পাওনাদারকে ফাঁকী দেওয়ার বুদ্ধি সুবুদ্ধি নহে, উহা আত্মনাশকর কুবুদ্ধি। যিনি যাহা দিয়াছেন, প্রতিদানে তাহা অপেক্ষা অধিক দিতে চেষ্টা কর।

যুবতী বধূ ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা

"যুবতী ও বিদ্যাবতী পত্নীর সংশ্রবে আসিয়া তুমি তোমার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বুদ্ধি কতক ঘোলাইয়া ফেলিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে। বহু সংসারেই এইরূপ দেখিতেছি। তোমার পত্নী জানেন না যে, তোমার মাতা, পিতা এবং অপরাপর

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

গুরুজনেরা তোমার জন্য কি করিয়াছিলেন। তোমার পত্নী নিজ-জঠর-জাত সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই শুধু ভাবিতেছেন। কিন্তু তোমার অতীত বাদ দিয়া তোমার পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ গঠিত হইতে পারে না। তোমার পিতা এবং মাতার জীবন তোমারই অতীত জীবন। তাঁহাদের ক্লান্তিহীন সন্তান-সেবা তুমি ভুলিয়া যাইও না। যুবতী রমণী যৌবন-চপলতায় সংসারে বহু বিভ্রাট সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাবতী রমণীর নিকট তাহা কেহ প্রত্যাশা করে না। বিদুষী রমণী স্বামীর সেবা অপেক্ষা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবাকে হেয়তর জ্ঞান করিতে পারেন না। তোমার অন্তরে যে কৃতজ্ঞতা-বোধ থাকা উচিত, তাহা তুমি তোমার পত্নীর ভিতরেও জাগরূক করিবার চেষ্টা কর। সেবা বিদুষীকে হেয় করে না, করে মহিমান্বিতা। বিনয় বিদুষীকে নীচ করে না, করে সমভ্যুদিতা। নম্রতা বিদুষীর মান কমায় না, বরং মর্য্যাদা এবং পূজার্হতা বর্দ্ধিত করে। তোমার স্ত্রী যে বি-এ পাশ করিয়াছেন, এই কথাটা তাঁহাকে ভুলাইয়া দাও।

বৃদ্ধদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান

"দরিদ্রের সংসারে প্রত্যেকের প্রত্যেকটী বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদন সম্ভব নহে। তোমরা যুবক, তোমাদের সমক্ষে বিশাল

জীবন পড়িয়া রহিয়াছে। জীবনের গাঙ্গে যাহাদের প্রবল ভাটার স্রোত চলিতেছে, তাহাদিগকে অশনে, বসনে শয়নে, বিচরণে স্বাচ্ছন্দ্যের সুখ আস্বাদন করিতে দাও। নিজেদের সুখ-সুবিধায় কৃপণতা করিয়া তাঁহাদের সুখ-সুবিধায় মুক্তহস্ত হও। অর্থাৎ বর্ত্তমান আয়ের তুলনায় যতটা উদার হওয়া সম্ভব, তাহা হও। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, অর্থের উদারতা অপেক্ষা অন্তরের উদারতা অধিকতর প্রীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। চাপা অভিযোগের দুর্গন্ধে গৃহ তোমার দূষিত হইয়া রহিয়াছে। সরল অকুণ্ঠিত সদ্ব্যবহারের মলয়-পবন বহাইয়া দিয়া গৃহ হইতে সকল দুর্গন্ধ দূর কর। ইহা কর্ত্তব্যেরই শুধু পথ, তাহা নহে, ইহা শান্তিরও পথ। একদা ইহারা তোমারই জন্য উপবাসী রহিয়া তোমার মুখে ভাল জিনিষটা তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আজ তোমরা প্রয়োজন হইলে উপবাসী রহিয়া ইঁহাদের মুখে ভাল জিনিষটী তুলিয়া ধর।

সভ্যতার মাপকাঠি

"পৃথিবীর কোন্ জাতি কত সভ্য, জানিতে চাহ? বৃদ্ধদের প্রতি তাহার তরুণদের ব্যবহার তাহা হইলে লক্ষ্য কর। কোনও জাতির যুবকেরা যদি বৃদ্ধ নিরন্ন পিতামাতাকে আতুরাশ্রমে প্রেরণ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য উত্তমরূপে সম্পাদন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করে, তবে, আমার দৃষ্টিতে তাহারা কোল, ভীল, সাঁওতালের চাইতেও অনেক অধিক অসভ্য। কোল, ভীল, সাঁওতাল বৃদ্ধদের পূজা করিতে জানে, বৃদ্ধ পিতার জন্য নিজে উপবাসী থাকিতে জানে। কামান দাগিয়া বিদেশীর জাহাজ সমুদ্রে ডুবাইতে জানিলেই কেহ সভ্য হয় না। সভ্যতার মাপকাঠি দুইটী। একটী নারীর সতীত্ব, অপরটী পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের শক্তি, সাহস ও অভ্যাস।"

—ঃ চতুর্দ্দশ খণ্ড সমাপ্ত ঃ—

চতুর্দ্দশ খণ্ডের বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অখণ্ড কথার মানে	১৩১
অখণ্ডগণের কর্ত্তব্য কি	৪১
অখণ্ডমণ্ডলীর অসাম্প্রদায়কতা	২৩০
অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপনের উদ্দেশ্য ও বিধি	২৩২
অখণ্ড মন্ত্র	১৩১
অখণ্ড-মন্ত্রের মানে	১৩৩
অখণ্ড-শব্দের আইন ঘটিত মানে	১৩২
অখণ্ড-সাধন বনাম দলগড়া	১৩৪
অত ভাবনা কর কেনে	২৯৭
অতিথি-বিদায়	২৫৬
অধম প্রার্থনা	১০২
অনাড়ম্বর প্রেমভাব	২২৩
অনাসক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠান গঠন	১৭১
অনিত্যকে নিত্য কর	১৬১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অপাত্রে দীক্ষার কারণ	৫৮
অবিশ্বাসীর সঙ্গ বর্জ্জন	৩৪৩
অযাচক আশ্রমে বাসের ক্লেশ	১১৭
অযাচক আশ্রম বৃদ্ধিতে বিপদ	১৫
অর্থ ও পরমার্থ	৩৮০
অর্থনৈতিক আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়োজন	২৮৮
অর্থসাধ্য সৎকাজ ও শ্রমসাধ্য সৎকাজ	১৪৭
অর্থার্জ্জন ও ভক্তি-সাধনা	১১৫
অসতী রুচি	২৬৪
অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়	১৩৬
অসাম্প্রদায়িক হইবার উপায়	১৩৭
অহমিকার ষড়যন্ত্র	৩৬২
অহঙ্কার ও আত্মসমর্পণ	৩১৯
আত্ম-অবিশ্বাস	১১২
আত্মসমর্পণই সুখের মূল	২৯১

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
আত্মসমর্পণ কি করিলে আসে?	৩৭৬
আত্মসমর্পণ ও কর্ম্মযোগ	৪০৪
আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জাগাইবার উপায়	২৯২
আত্মসমর্পণের উপায়	৩৩৫
আত্মা ও ভালবাসা	১৬৫
আধ্যাত্মিক উন্নতি বনাম বৈষয়িক উন্নতি	২০৯
আনন্দের মেলা জমাও	২৩
আনুগত্য ও বিদ্বেষ	২৪০
আমাকে তোমার যন্ত্র কর	১২৬
আমার চখেই কাঁদে	২৫
আমার নামের নায়ে	৩৫৫
আমার প্রভু তোরে চায়	২৭
আমি ত' চাহিনি তব প্রণয় মধু	৯৮
আর কত কাল?	২৬
ইষ্ট পূজার উপাচার	১৮৭
ঈশ্বরোপাসকই আমার প্রিয়	৪২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
উদয়াস্ত কীর্ত্তন ও অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন	১২২
উপদেশ গ্রহণে নিষ্ঠা	২৯৬
উপদেশের স্বরূপ	৩৭৯
উপাসনাকালীন বেশ	২৫৬
উপাসনানুষ্ঠানে ভোগের নৈবেদ্য	১৮৬
উপাসনায় সুর-সংযোগ	১৮৭
উপাসনার বিগ্রহ	১৩
উপহাসকারীর প্রতি কর্ত্তব্য	১৫৫
ঊষা কীর্ত্তন	১২৩
একক কীর্ত্তন	২২৫
একক সমবেত উপাসনা	১২৫
এক-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা	৩৭২
ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা	২৫২
ওঁহরি বনাম হরিওঁ	১৩৮
কবি কাহাকে বলে?	৬৪
কর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ	৪০৫
কর্ম্মত্যাগ করিও না	২৪১
কর্ম্মের ফল	৩৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কলেজ হোষ্টেলের বক্তৃতা	৩৮৪
কীর্ত্তন ও সম্প্রদায়-ভেদ	১২৪
কুক্কুর ধর্ম্ম	২৮
কৃতজ্ঞতা	২৭০
কৃতজ্ঞতা সঙ্কট ও আত্মহত্যা	২৭৩
কেন আমায় করলে পাগল?	১০০
কোটিগুণ সাহায্য	৩৪২
কোন্ সৎকার্য্য করণীয়	১৪৬
কৌমার্য্য সম্বন্ধের পরীক্ষা	৪৯
ক্রোধকে দাস করিবার উপায়	১৫৩
ক্ষমা	২৮৩
ক্ষুদ্রকে অবজ্ঞা করিও না	২৮৫
গাত্র-চর্ম্মের প্রকৃতি	১৯৯
গিরিশ চন্দ্র নাগ	৩০০
গুপ্ত অঙ্গ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা দমন	২৯
গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্রের অভিন্নত্ব	৩৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গুরু কৃপায় বিশ্বাস কর	৩৫৬
গুরু-চেলা	৭৬
গুরুজনের প্রতি কৃতজ্ঞতা	৪১৭
গুরু-দক্ষিণা	৩৫৯
গুরু-দর্শন	২৮৭
গুরু-দর্শন বনাম গুরুভ্রাতা-দর্শন	৩২৩
গুরুদ্বেষী ধর্ম্মসঙ্ঘ	২২৫
গুরুদ্রোহীদের চরিত্র	৩২
গুরু-দ্রোহের বনাম ব্যক্তিত্বের অতিবৃদ্ধি	৩৪
গুরুদ্রোহের লাভ-ক্ষতি	৩১
গুরু-নিন্দকগণের মিলনের ফল	৫৫
গুরুভক্তি ও সাধন	১১৭
গুরুভাই চিনিবার উপায়	৫৪
গুরুভাইয়ের সহিত সম্পর্ক	৫৯
গুরুভ্রাতা কে	১৬৬
গুরুভ্রাতাকে চিনিবার উপায়	১৯২
গুরু-শিষ্যের অভেদ সম্বন্ধ	২২১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
গোপন পূজার ধন	৯৯
গ্রন্থ প্রকাশের আভিজাত্য	৪০১
গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা	১৭৪
চাই নির্ভর	৩৭৪
চাকুরী বনাম কৃতজ্ঞতা	২৭১
চিরদিন যাবে না রে	২৭৫
চুম্বন ও আলিঙ্গন কখন পবিত্র	১৯৯
জপকালীন নির্ভর	৭৪
জাতিসৃষ্টির মর্ম্মকথা	২০১
জীবন অনিত্য	১৪৫,১৫৫
জীবন অনিত্য কিন্তু তুচ্ছ নয়	৩৪০
জীবন সার্থক কর	১৪০
জীবের স্বরূপ	২৮১
জ্ঞান প্রসারের প্রয়োজনীয়তা	৩৯৫
জ্ঞানের আলো	৩৮৫
ঢাকার ঢাক	২৯৯
ঢাকা ব্রাহ্মণ-সভায় বক্তৃতা	৩১৫
তৎপরতা ও ত্বরিত গতি	২৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
তাঁর ইচ্ছায় চল	২৮৫
তাঁর মত আর কে জানে রে	২৯৪
তুমিই আমার সকল রত্ন	২৯২
তোকেই জাগাতে হবে	২৯৫
তোরা আমার আপন যদি	৩৫৪
দম্পতীর আত্মিক মিলন	২০৪
দম্পতীর একনিষ্ঠা, জৈবপ্রেম ও দৈবপ্রেম	১০৬
দাতা ও কর্ম্মীর মধ্যে সংযোগ-সাধন	৩৮৯
দান-ধর্ম্ম	২৪৩
দাম্পত্য জীবন আত্মসুখ বর্জ্জন	১২৮
দাম্পত্য জীবনে যৌগিক কৌশল	১৫৯
দাম্পত্য-সংযমের সুফল	৩৫৯
দিব্য-অবিশ্বাস	৩৪৪
দীক্ষা ও আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা	৩৩১
দীক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার	৩৬০
দীক্ষান্ত উপদেশ	২৮৬

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
দীক্ষার আগে ভাব জমাও	১০৮
দীক্ষার পরে গুরুদ্বেষ	৩২০
দীক্ষিত দীক্ষাভিমানী	২৬১
দেবত্ব	১০৫
দেহ সম্পর্কে উদাসীন হও	১৫৮
দৈনিক আনন্দ-বাজার পত্রিকার রিপোর্ট	৩০৭
দৈব, পুরুষকার ও ঈশ্বরেচ্ছা	২৩৫
দ্বিবিধ কুম্ভক	৯৩
ধর্ম্মসঙ্ঘ ও ক্ষমতা-মদ-মত্ততা	২৩৭
ধর্ম্মানুশীলন বনাম পরাধীন চাকুরী	১৯১
নাম কীর্ত্তনের ব্রত	১২১
নাম বিতরণ ও গুরুবোধ	৩৩৯
নামকে শুষ্ক বোধ হইলে কর্ত্তব্য	৩৬৯
নামাশ্রয় কর	২০
নামে নিষ্ঠার ফল	১৫৭
নামে মজ, নামে ডোব	৩৪০

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
নামের আশ্রয়	২১৪
নারীর দেবীত্বে বিশ্বাস	৩৩৪
নারীর ভগবতী মূর্ত্তি	১১১
নারীর স্বাধীনতা ও বলসঞ্চয়	৪১৫
নারীহরণ ও দস্যু	৪১১
নাস্তিকের পরিণতি	১৫৪
নাস্তিক বনাম ভগবান্	১৮৩
নিজ পত্নীতে প্রেমার্পণ	২৮০
নিজের কাছে নিজেই আমি	৩৫৪
নিজের ব্রহ্মসত্তায় মজ	১৬১
নিত্যপাঠ্য সদ্গ্রন্থ	৩৭০
নিত্যপাঠের প্রচলন	১৭৭
নিয়মিত সচ্চিন্তার অনুশীলন	২০৮
নির্ভর	২৬০
নির্ভরই কুশল	৩৭৫
নিষ্কাম কর্ম্ম ও দেশের সেবা	৪০৬
নিষ্কাম চুম্বন ও নিরপরাধ আলিঙ্গন	১৯৮

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পতিভাবে ভগবৎ-সাধনা	২০৩
পরচর্চ্চা	২৬০
পরনিন্দা হইতে উদ্ধারের উপায়	২৬৩
পরমহংসে মা ও বাধ্যকর বিবাহ	৪৯
পরার্থ-সেবীর বিবাহ	৪৮
পাপীকে ঘৃণা করি না	১০৭
পল্লীসেবায় মহিলা কর্ম্মীর বিপদ	১৭
পাপমুক্তির উপায়	১৮২
পিতামাতার নিকটে থাকিয়াই অনন্তের সেবা	৯০
পিতার (গুরুর) স্নেহ	১৪৪
পুরাতনের প্রতিধ্বনি	২১৫
পুরুষকার ও শরণাগতি	৩৮৮
পূজাকালীন ধুপ-দীপ	১৪
পূজাকালীন শঙ্খনাদ ও ঘণ্টাধ্বনি	১৪
পূর্ব্বরাগের সমস্যা	২৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
পোগোজ স্কুলের বক্তৃতা	৩১৪
প্রকৃত শাক্ত ও প্রকৃত বৈষ্ণব	২১৯
প্রধান কাজ	১৫৬
প্রসাদে বস্তুজ্ঞান	২৬০
প্রাণের টান	৩৫৩
প্রাণের বাণী	৩২৯
প্রার্থনা ও নামজপ	৭২
প্রেরণাবন্তের আচরণ	৩৪৯
ফলাফলের দিকে তাকাইয়া কাজ	২৬৭
বক্তা বনাম পত্র-লেখক	১১১
বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ কর্ম্মের সামঞ্জস্য	১৭৯
বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ কুম্ভকের অনুভূতি	৯৪
বহু পত্র লেখা	
উপদেশ গ্রহণে নিষ্ঠা	৩৭৭
বাক্-সংযম	২৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
বাৎসল্য-ভাব ও দাম্পত্য-সংযম	২০৭
বারলাইব্রেরীর যুদ্ধক্ষেত্র	৩৩৬
বিচারবুদ্ধি ও আত্মনিবেদন	৩১৯
বিধবার সাধন ভজনে পিতৃমাতৃ-বিরোধ	
বিমাতার প্রতি শ্রদ্ধা	১৬৯
বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ	৩৯৭
বিনামূল্যে সদ্গ্রন্থ বিতরণের পদ্ধতি	৩৯৯
বিপত্নীকের পুনর্বিবাহ	১৪১
বিবাহ ও জীবনের পূর্ণতা লাভ	৪৫
বিবাহ কাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়	৪৬
বিবাহিতের স্ত্রী-ত্যাগ	৯০
বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রেমের পথ	৯৭
বিদ্বেষমূলক কার্য্যে সঙ্ঘবদ্ধতা	১২৯
বিমাতার প্রতি শ্রদ্ধা	১৩২
বৃথা প্রজল্প বনাম সৎকাজে রুচি	১২৮
বিশ্ব-পরিবার	৪১৬
বিশ্বময় গুরু	১৬৪
বিশ্বাসঘাতকতা	২৬৯
বৃদ্ধদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান	৪১৯
বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস	৮৭
ব্রহ্মোপলব্ধির প্রেরণা	৩৪৮
ভক্ত চিনিবার উপায়	৩৬৮
ভক্তি লাভের উপায়	৩৬৮
ভক্তিই সম্বল	১৭৩
ভক্তি ও বিশ্বাসের পারস্পরিকতা	১০৩
ভক্তের বিনয়	৩৬৪
ভগবদ্দর্শন	৬৯
ভগবদ্দর্শনকালীন অনুভূতি	৬৮
ভগবদ্দর্শন কি সম্ভব?	৬৭
ভগবদুপাসনা সংস্কারের নাগপাশ-চ্ছেদক	৭২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভগবৎসাধন ও গুরু	৭৫
ভগবৎ সেবাবুদ্ধিতে পার্থিব কর্ত্তব্য	২৪৮
ভগবানকে কিরূপে দেখা যায়	৬৫
ভগবানকে কি দেখা যায়	৬৩
ভগবানকে ডাকিতে লাঞ্ছনা	১৯০
ভগবানকে ভালবাসা বনাম ভগবানের সৃষ্টিকে ভালবাসা	৮৬
ভগবান দেখিতে কিরূপ	৬৩
ভগবানের আবির্ভাব	৩৫৮
ভগবানে ভালবাসা স্বতঃসিদ্ধ	৭১
ভগবানের সহিত জীবের সম্পর্ক কি	৭১
ভগবানের সংসার	১৫৪
ভগবানের সংসারে দারিদ্র্য	২৫৩
ভাবের পাগল	৩৪৫
ভালবাসাকে অস্বীকার করা	১০৯
ভালবাসা জীবের স্বভাব-ধর্ম্ম	৮৪
ভালবাসার সসীম ও অসীম রূপ	৮৫
ভিতরের পশু	৪০৯
ভদ্র-ব্যবহারে আত্মপ্রসাদ	১৮৮
মদ্যপানাভ্যাসের প্রতীকার-চেষ্টা	২১০
মধ্যম প্রার্থী	১০২
মনের প্রসন্নতা সম্পাদনে নামের শক্তি	২২০
মহাজাতি সৃষ্টির লক্ষ্য	২০২
মহান্ প্রার্থী ও মহতী প্রার্থনা	১০১
মহাপুরুষদের আচরণে দোষ-বর্জ্জিত দৃষ্টি	২৬১
মহাপুরুষদের দেহে বস্ত্রত্রান	২৬০
মাটির খাঁচা এই দেহটা	২৭৬
মায়া-মোহের বস্তুতে ভগবদ্দর্শন	২৩৫

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
মিথ্যা হইতে পরিত্রাণের উপায়	৩৩৪
যত আমি চাহিয়াছি	২৯০
যুবকদিগের উষ্মা	৩০৪
যুবতী বধূ ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর সেবা	৪১৮
যোগ ও যোগাঙ্গ	৭৮
রামকমলপুরের বক্তৃতা	৩৫১
রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা বনাম সমাজ-শৃঙ্খলা	১৯৭
লক্ষ্য কি	৩৭৬
লক্ষ্য লাভের উপায়	৩৭৬
শক্তিকে অনুগত কর	৩১৮
শক্তির তুমি আধার	১৬০
শরণাগতি লাভের উপায়	৩৮৭
শাক্ত ও বৈষ্ণবের আভ্যন্তর পার্থক্য	২১৭
শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাহ্য পার্থক্য	২১৭
শাক্ত শ্রেষ্ঠ, না বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ	২১৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
শান্তির খোঁজ	২৩০
শাসন ও প্রতিহিংসা	৪০৭
শিক্ষকের চিত্ত-মাধুর্য্য লাভ	২৫৭
শিষ্যের আত্মবিলোপ	৩৮
শিষ্যের কুশলে গুরুর কুশল	২২২
শিষ্যের প্রতি গুরুর স্নেহ	২২৮
শুভস্য শীঘ্রম্	৩৫৮
শ্রেষ্ঠ সৎকার্য্য	৩৪২
সকল বিদ্যার সেরা বিদ্যা	২৩৯
সকল ভালবাসা ভগবানে পৌছিবার উপায়	২৫৭
সকলের সেরা সৎকার্য্য	১৪৯
সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্ম	৪০৫
সৎকার্য্যে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা	৪০২
সৎ প্রস্তাব ও প্রস্তাব-কারীদের চরিত্রোন্নতি	১৯
সতীত্ব বনাম কৃতজ্ঞতা	২৭২
সতী-রুচি	২৬৫

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সত্য-গোপন কি পাপ	৮২
সত্য, মিথ্যা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বন্দ্ব অতিক্রম করা	২১১
সত্য মিথ্যা ও লোকহিত	৭৯
সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বে নিঃস্বার্থপরতা	৮০
সত্য-মিথ্যার নির্ণয়ে ভগবৎ-শরণাগতি	৮১
সদ্গুরুর আত্মবিলোপ	৩৩৭
সদ্গুরুর সহিত শিষ্যের সম্বন্ধ	১৮৫
সদ্গুরুর স্নেহ	১৮০
সন্তানত্বকে পাকা কর	২৩৬
সভাপতির ধন্যবাদ	৩১০
সভ্যতার মাপকাঠি	৪২০
সম্পদ এবং বিপদে কর্ত্তব্য	২৬৯
সমবেত উপাসনায় উপেক্ষা	১২
সমবেত উপাসনায় সহযোগ ও সুফল	৪৩
সময়ানুবর্ত্তিতা	৩০২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সমসাধকদের মিলনের ফল	৫৫
সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত রিপোর্ট	৩০৫
সরকারী চাকুরী ও ভগবানের চাকুরী	১৫০
সর্ব্বাবস্থায় যোগ-সাধন	৭৭
সহজ কুম্ভক	৯৪
সহজ কুম্ভকের শ্রেষ্ঠতা	৯৬
সংসারকে সুখময় করিবার উপায়	২১২
সাংসারিক অশান্তি বিদূরণের উপায়	২১৩
সাধকের লক্ষ্য কোথায় থাকা উচিত	২৪৭
সাধনকালীন সংসর্গ বিচার	২৪৯
সাধন-ভজন ও অহমিকা	৩৩৩
সাধুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য	২০৭
সাকার উপাসনা, গুরুবাদ ও জাতিভেদ	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
সান্নিধ্যের শক্তি ও সাহিত্যের শক্তি	৩৯৬
সাম্প্রদায়িকতা	১৩৫
সাম্প্রদায়িকতা ও সংস্কৃতি	৪১৩
স্তব্ধ হয়ে রইলি কেন	২৯৮
স্ত্রীতে ভোগদৃষ্টি ও সংসারের অশান্তি	১১৩
স্ত্রী-পুরুষের একত্রে কীর্ত্তন ও উপাসনা	২৫০
স্ত্রীর প্রতি বনাম পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য	১৬২
স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্বন্ধ	২০০
সেবা এবং সেবাভিমান	৩৯
হরি	২৮২
হরিওঁ কীর্ত্তন ও পৃথিবী-ব্যাপী ধর্ম্ম প্লাবন	২৩৮
হরিওঁ কীর্ত্তন ও সমবেত উপাসনা	১১
হরিওঁ কীর্ত্তন কখন কর্ত্তব্য	১৩৯
হরিওঁ কীর্ত্তনের অর্থ	৪২

অখণ্ড সংহিতা

বা

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শ্রী শ্রী স্বামী

স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের

উপদেশ - বাণী

অখণ্ড সংহিতা
বা
চতুর্দ্দশ খণ্ড
শ্রীশ্রী স্বামী
স্বরূপানন্দ পরমহংস দেবের
উপদেশ - বাণী
অখণ্ড - সংহিতা
চতুর্দ্দশ খণ্ড